CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিষ্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 March, 2020 ■ আগরতলা, ২৯মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১৫ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ ছয় পাতা

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী শনিবার কলকাতা থেকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি কার্গো বিমান। এমবিবি বিমানবন্দর থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

# করোনা ভাইরাস ঃ রাজভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে শনিবার সকালে রাজ্যপাল রমেশ বৈস-এর নেতৃত্বে রাজভবনে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে রাজ্যপাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ডা. দেবাশিস বসু, রাজ্যপালের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস আর কুমার। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং নজরদারি করতে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাজ্যে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্যপাল এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনে জমায়েত না হতে, বাড়িতে থাকতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও প্রশাসকদের সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হয়েছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিল কোভিড-১৯ রোগ ছড়িয়ে পড়ায় যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা।

শনিবার করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপালের সাথে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিব।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈসও এই ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিলেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশজুড়ে লকডাউন হওয়ার কারণে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলায় রেডক্রস ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্য কতটা প্রস্তুত, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে আজ।

গতকালই ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। ত্রিপুরায় এখনও করোনা আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি, সে-বিষয়ে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতিকে অবগত করেছেন রাজ্যপাল। ভিডিও কনফারেন্সে সকলের বক্তব্য শোনার পর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সবাইকে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান যাতে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে জয় হাসিল হয়।

আজকের বৈঠকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান সুনিশ্চিত করার বিষয়েই মূল আলোচনা হয়েছে। কারণ, হাজারো আবেদন সত্ত্বেও ত্রিপুরাবাসী সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। তাছাড়া, বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে তোলার বিষয়েই আজ দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

# কার্গো বিমানে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা সামগ্রী আনল রাজ্য সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** অত্যন্ত জরুরি সামগ্রী নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার কার্গো বিমান শনিবার আগরতলায় এসেছে। এতে অধিকাংশই চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী রয়েছে। ৭৭টি কার্টুনে ৪৫৭ কেজি সামগ্রী এসে পৌঁছেছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে কার্গো বিমানে ওই সামগ্রী আনল রাজ্য সরকার।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারা দেশে লকডাউন চলছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবহণ ব্যবস্থা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। অবশ্য পণ্য পরিবহণে ছাড় দিয়েছে ভারত সরকার। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী মজুত রাখা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় কিছু জরুরি সামগ্রীর ঘাটতি রয়েছে। তাই, আগাম প্রস্তুতি

**করোনা**

হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে কার্গো বিমানে করে ওই সমস্ত সামগ্রী মজুত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য।

আজ এয়ার ইন্ডিয়ার কার্গো বিমান দুপুর ১:৪০ মিনিটে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানে ৭৭টি কার্টুনে বিভিন্ন অতি প্রয়োজনীয় ৪৫৭ কেজি সামগ্রী এসেছে। বিমানটি কলকাতা থেকে সামগ্রী নিয়ে আগরতলায় এসেছে। পুনরায় কলকাতা ফিরে গেছে। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসায় ব্যবহৃত সামগ্রী কলকাতা থেকে আনা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ওই উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কার্গো বিমান আসার জন্য তারা পরিষেবা জারি রেখেছে।

# করোনা ভাইরাস ঃ কেন্দ্রের কাছে ২০টি ভেন্টিলেটর চেয়েছে রাজ্য

**আগরতলা, ২৮মার্চ (হিঃসঃ)।।** ভারত সরকারের কাছে আরও ২০টি ভেন্টিলেটর চেয়েছে ত্রিপুরা সরকার। করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসার প্রস্তুতি হিসেবে ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব ডা. দেবাশিস বসু। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিভিন্ন হাসপাতালে ১৭টি ভেন্টিলেটর রয়েছে। অবশ্য, ত্রিপুরায় এখনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজনকেও পাওয়া যায়নি। তবে ৫,২৬৭ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত নজরদারিতে রাখা হয়েছিল ৫,৩৬১ জনকে। তাঁদের মধ্যে ১৪ দিনের পর্যবেক্ষণের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন ৪৯ জন। তাঁরা কেউই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫,২৬৭ জন। তাছাড়া সন্দেহজনক ৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে, জানান তিনি।

স্বাস্থ্যসচিব বলেন, গতকালের পর আজ ফের কলকাতা থেকে সুরক্ষা সামগ্রী এসেছে। কার্গো বিমানে করে ওই সামগ্রীগুলি আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ৭,৪৩১টি এন ৯৫ মাস্ক, ৩৩,০৫৬টি ট্রিপল লেয়ার মাস্ক এবং ৫৪৯টি পিপিই কিট আজ এসেছে। তাঁর দাবি, চাহিদার ২০ শতাংশ সামগ্রী আমরা হাতে পেয়েছি।

এদিন তিনি জানান, ভারত সরকারের কাছে ২০টি ভেন্টিলেটর চেয়েছে ত্রিপুরা সরকার। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৭টি ভেন্টিলেটর রয়েছে। তাঁর দাবি, করোনা ভাইরাসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তায় ব্যারিকেট গড়ে বহিরাগতদের প্রবেশে বাধা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** করোনা আতঙ্কে গোটা বিশ্ব। সেই আতঙ্কে বর্তমানে বিশ্ববাসী। সামাজিক দূরত্বই বজায় রাখার মাধ্যমে করোনা সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব। একই সঙ্গে আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য জুড়ে চলা কার্ফুতে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিত ঘর থেকে না বের হওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সচেতন বহু মানুষ।

অন্তত রাজ্যের চিত্র এমনটাই বলে দিচ্ছে। মোহনপুর মহকুমার পর এবং জিরানীয়া মহকুমা। গ্রামবাসীরা গ্রামে প্রবেশের ক্ষেত্রে জারি করল নিষেধাজ্ঞা। রিতিমতো ব্রিজের উপর বাস ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয় রাস্তা। আর তাতে লেখা রয়েছে লক ডাউন। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। বাইরে থেকে কেউ গ্রামে প্রবেশ করতে হলে নিতে হচ্ছে অনুমতি। কেবল ছাড় মিলছে পুলিশ, স্বাস্থ্য কর্মী ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের।

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নেয় চম্পকনগর পূর্ব বাজার সংলগ্ন মহারাম সর্দার পাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# লকডাউনের জেরে গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য সংকট, দুধ বিপণনে সমস্যা, উপায় খুঁজছে রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** ত্রিপুরায় গৃহপালিত প্রাণীর খাবার নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকারের কাছে মাস দেড়েকের এবং বাজারে সর্বোচ্চ ২০ দিনের গৃহপালিত প্রাণীদের জন্য খাবার মজুত রয়েছে। ফলে, ত্রিপুরার সরকার এ-নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কেই ওই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন। এছাড়া, দুধ সংগ্রহে কোনও সমস্যা হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু বিপণনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

শনিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী বিকাশ দফতরের আধিকারিক বলেন, সম্প্রতি মুরগির মাংস বিক্রির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কারণ, মুরগিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রয়েছে, ওই গুজব ছড়ানোর ফলে মাংস বিক্রিতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। তাই, মানুষকে এ-বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুরগির মাংসে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নেই। এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে গৃহপালিত প্রাণীর খাবার সরবরাহ নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ, সরকারের কাছে দেড় মাসের এবং বাজারে ২০ দিনের গৃহপালিত প্রাণীর জন্য খাবার মজুত রয়েছে। কিন্তু, নতুন করে ওই খাবার বাইরে থেকে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, গাড়ির চালকরা আসতে চাইছেন না। ফলে, বাইরে থেকে খাবার আনা যাচ্ছে না।

এদিন তিনি আরও বলেন, দুধ সংগ্রহে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু, বিপণনে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ-বিষয়ে দুধের ডেয়ারির কর্মকর্তারা বলেন, আগরতলা শহরে ৩০০ এজেন্ট দুধ বিক্রি করেন। কিন্তু, লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে ওই বিক্রেতারা দুধ বিক্রি করতে পারছেন না। তাতে, বিপণন ৫০ শতাংশ নেমে গেছে। তাঁর দাবি, প্রতিদিন ১২ হাজার লিটার দুধের চাহিদা ছিল। এখন তা নেমে হয়েছে ৬ হাজার লিটারের কাছাকাছি। তিনি বলেন, গতকাল ৬২২৮ লিটার দুধ বিক্রি হয়েছে। তাঁর বক্তব্য সারা রাজ্যে ১১৯টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ করা হয়। সে-ক্ষেত্রে দুধ সংগ্রহে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। চাহিদা কমে যাওয়ায় দুধ সংগ্রহ বাধ্য হয়ে কম করতে হয়েছে। ওই সমস্যা সমাধানে রাস্তা খোঁজা হচ্ছে। দুয়েক দিনের মধ্যে পথ বের হবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টিএসআর ক্যাম্পের সামনে বাইকের যন্ত্রাংশ চুরি, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** রাজ্যে শুধু সাধারণ মানুষই নয়। চোরের উপদ্রব থেকে বাদ যাচ্ছে না নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ানরাও। যা ফের একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। জম্পুইজলা স্থিত টি এস আর ৭ নং ব্যাটালিয়ানের ক্যাম্পের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত দেড় শতাধিক ত্রিপুরার নাগরিককে সহায়তার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত দেড় শতাধিক ত্রিপুরার নাগরিককে সহায়তায় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নিজের টুইটার এবং ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বহিঃরাজ্যে অবস্থানরতদের সহায়তায় গঠিত টিমের এক সদস্যের নম্বর প্রচার করেছেন। গতকালই ওই টিম গঠন করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরার নাগরিকরা যোগাযোগ শুরু করেছেন। মূলত, করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে লকডাউন চলছে। তাই, ত্রিপুরার প্রচুর মানুষ বহিঃরাজ্যে সমস্যায় পড়েছেন।

এ-বিষয়ে পরিবহণ সচিব এল ডারলং বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ত্রিপুরার নাগরিকরা ক্রমাগত যোগাযোগ করছেন। তাঁরা ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, ২১ দিনব্যাপী গোটা দেশে লকডাউনের ফলে ত্রিপুরার নাগরিকরা বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েছেন। তাঁদের এখন ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু, সাময়িক মাথা গোঁজার ঠাঁই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ, গুয়াহাটি, আপার অসম, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং বেঙ্গালুরু থেকে মানুষ যোগাযোগ করছেন। তিনি বলেন, আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে ত্রিপুরার ৪৮ জন পর্যটক হোটেলে আটকে পড়েছেন। ত্রিপুরা সরকার তাদের সহায়তার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। তেমনি, পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরার ১০ জন নাগরিক আটকে রয়েছেন। তাঁদের কলকাতা ত্রিপুরা ভবনের সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অসমে ২১ জন ত্রিপুরার রেল যাত্রী আটকা পড়েছেন। ভারতীয় রেল তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছে।

তাঁর দাবি, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে ভারতের সাড়া

**নয়া দিল্লি, ২৮ মার্চ।।** কোভিড-১৯ এর বিষয়ে ভারত প্রথম থেকেই সতর্ক, সক্রিয় এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে আন্তর্জাতিক স্তরে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদের ঘোষণা করার আগেই ভারত সীমান্তে সুসংহত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে।

বিমানযাত্রীদের পরীক্ষা করা, ভিসা বাতিল করা, আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিলের মত পদক্ষেপ অন্য দেশগুলির অনেক আগেই ভারত গ্রহণ করেছে। ৩০ জানুয়ারী ভারতে প্রথম করোনা সংক্রমিত কাউকে পাওয়া যায়। এর অনেক আগে , ১৮ জানুয়ারী থেকে চীন এবং হংকং থেকে আসা যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা শুরু হয়। অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে, আমরা দেখব ভ্রমণকারীদের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ওই দেশগুলিতে আক্রান্তের খবর আসার অনেক পরে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ইটালিতে প্রথম সংক্রমণের ২৫ দিন পর আর স্পেনে ৩৯ দিন পর। আরো বেশি দেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, বিমানবন্দরে পরীক্ষা করা, ভিসা বাতিল, সেলফ কোয়ারান্টাইনের মাধ্যমে এই ভাইরাসের সংক্রমণ আটকাতে কেন্দ্র বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল।

কালানুক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের ধাপগুলি- ১৭ জানুয়ারী- চীন ভ্রমণ না করার পরামর্শ। ১৮ জানুয়ারী- চীন ও হংকং থেকে আসা যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা। ৩ ফেব্রুয়ারি- চীনা নাগরিকদের ই-ভিসার সুবিধা বাতিল। ২২ ফেব্রুয়ারি- সিঙ্গাপুর, সফর না করার পরামর্শ , কাঠমান্ডু, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার থেকে আসা বিমানের যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা। ২৬ ফেব্রুয়ারি- ইরান, ইটালি দক্ষিণ কোরিয়া সফর না করার পরামর্শ, এই দেশ গুলির থেকে আসা যাত্রীদের পরীক্ষা করা, সন্দেহ হলে কোয়ারান্টাইনে পাঠানো। ৩ মার্চ- ইটালি, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও চীনের সকলের ভিসা বাতিল। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইরান, ইটালি, হংকং, ম্যাকাও, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ান থেকে সরাসরি বা ঘুরপথে আসা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল। ৪ মার্চ — আন্তর্জাতিক সব উড়ানের যাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হল। পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে যাত্রীদের কোয়ারান্টাইন বা আইসোলেশন বা হাসপাতালে পাঠান শুরু। ৫ মার্চ — ইটালি ও দক্ষিন কোরিয়া থেকে যে সব যাত্রীরা আসবেন, তাঁদের ঢুকবার আগে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। ১০ মার্চ- বিদেশ থেকে যারা আসবেন তাঁদের হোম আইসোলেশন শুরু, এছাড়া সরকারী নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। চীন, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইটালি, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৬৬ ▫ ২৯ মার্চ ২০২০ ইং ▫ ১৫ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## মুক্তির লড়াইয়ে পৃথিবী

ভারতবর্ষ কেন বিশ্ব জুড়িয়া বারবার সংকট আসিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহা বিশ্বাবাসী মোকাবিলা করিয়াছেন। অনেক মহামারী বহু মানুষের প্রাণ ছিনাইয়া নিয়াছে। গণহারে মৃত্যুর এই ইতিহাস আজও নতুন করিয়া প্রশ্ন আনে এই মৃত্যুর মোকবিলায় বিশ্ব ব্যর্থ হইয়াছে কেন? আজ করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়িয়া সর্বনাশা কান্ড বাঁধাইয়াছে। দেশ জুড়িয়া লক ডাউন জারীর পর পরিস্থিতির সুফল কতখানি মিলিয়াছে তাহা নিয়া প্রশ্ন থাকিতে পারে। ভারতবর্ষের মানুষ এখনও হাঁফ ছাঁড়িয়া বাঁচিতে পরিয়াছেন এমন কথা বলা যাইতেছে না। লকডাউনে দেশবাসী চরম আত্মত্যাগের নজীর রাখিল। ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ রাখিতে হইতেছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা সত্যি বিরল। যেখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহে নামিয়া পড়েন। এই জরুরী মাধ্যম সংবাদপত্র গণহারে ঝাপ বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে। করোনা ঠ্যালায় সংবাদপত্রের নাভিশ্বাস অবস্থা। ইতিহাসে এমন সব ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা নজীরবিহীন। করোনার কল্যাণে বাঘে মোষে একঘাটে জল খাওয়ার মতো অবস্থা। সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশ জুড়িয়া বিমান চলাচল বন্ধ। বিদেশের কোনও বিমানও ভারতে নামিতে দেওয়া হইতেছে না। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পৃথিবী অতীতে পড়ে নাই। মৃত্যু আতংক সকলকে তাড়া করিতেছে। এই আতংকের হাত হইতে সত্যিই রেহাই মিলিবে কিনা তাহাও এক বিরাট প্রশ্ন।

করোনা রোধে লকডাউনের কল্যাণে সবচাইতে বিপাকে পড়িয়াছেন দিনমজুর, রিক্সা শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও গরীব মেহনতী অংশের মানুষ। তাহাদের কাছে যদি যথাযথ ত্রাণ না পৌঁছে তাহা হইলে বহু মানুষ অনাহারে ছটফট করিয়া মরিবে। আজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই গরীব অংশের মানুষকে চিহ্নিত করিয়া ত্রাণ দ্রুত পৌঁছাইতে হইবে। এক্ষেত্রে অবহেলার খেসারত দিতে হইবে কতখানি তাহা বলা মুশকিল। করোনার কল্যাণে দীর্ঘ ছুটির কারণে প্রশাসনিক শ্লথতা কেউ রুখিতে পারিবে না। সোজা কথায়, এই করোনা বিপর্য্যয় দেশকে অনেক অনেক পিছনে ঠেলিবে। যাহার ক্ষত নিরাময় অত সহজে হইবে এমন বলা মুশকিল। আজ প্রথম এবং সবচাইতে বড় কথা হইল করোনাকে রোখা, ভারতবর্ষে একজন আক্রান্ত মানুষ না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে পারিলেই এই ভয়াল যুদ্ধে সার্থকতা থাকিবে। কিন্তু, যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তো হইতে যাইতেছে সুদূর প্রসারী। দূর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, করোনা রাধে একশ্রেণীর করোনা ভাইরাস বা সন্দেহজনক হওয়া সত্বেও নাম গোপন রাখিতেছেন। মানুষের এই সচেতনতাবোধের অভাব বা গাফিলতি এই মুহুর্তে বড় সংকট হিসাবে দেখা দিতেছে। শুধু ভারত নহে গোটা বিশ্ব আজ গভীর সংকটে। এই সংকট হইতে মুক্তির জন্য দীর্ঘ লড়াই করিতে হইবে। শুধু সরকার নহে, প্রতিটি নাগরিককে এক্ষেত্রে নিজের নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে হইবে। এই বিপদ হইতে উত্তরণে গোটা পৃথিবীর মুক্তির লড়াইয়ে সকলকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হইবে।

## মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন ভিনরাজ্যে আঁটকে পড়া শ্রমিকদের

বীরভূম, ২৮মার্চ (হি. স.) : পেটের দায়ে কাজ করতে গিয়ে ভিন রাজ্যে আটকে হাজার হাজার শ্রমিক। কাতরভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাড়ি ফেরার আবেদন জানিয়েছেন আটকে পড়া শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের লোকজনেরা।

একে কোরনো ভাইরাসের আতঙ্ক, কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই! নেই খোরাক! নেই বাড়ি ভাড়ার পয়সা! অনেকের নেই পরিচয় পত্রও! বাইরে পুলিশ আর আতঙ্ক! মুরারই ১ ব্লকের আম্ভুয়া গ্রামের আখতার আলমের তিন ছেলে এবং নাজমা বিবির স্বামী ও দেওর সহ মোট আঠারোজন প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়ে আটকে আছেন। তাঁরা সবাই চিন্তিত আটকে পড়া শ্রমিকদের জন্য।

একইভাবে মুরারই-২ ব্লকের রুদ্রনগর পঞ্চায়েতের গোয়ালমালের বেশ কয়েকজন শ্রমিক হাইদ্রাবাদের আটকে আছেন। এছাড়াও, কেরালার ত্রিশুর জেলায় নলহাটি থানার আশুরিয়া গ্রামের আদিত্য দলুই সহ মোট ৫০ জন শ্রমিক আটকে আছেন। কারও হাতে পয়সা নেই। তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে টাইলসের কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়েছেন। আপাতত এক বেলার খাবার তিন বেলায় খাওয়া চলছে। সেটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। কারো মেডিক্যাল টেস্টও হয় নি।

আন্যদিকে, নগরার শিস মুহাম্মদ ছেলের চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালোরে আটকে আছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা খাতুন ও তিন বছরের ছেলে আবিদ মুহাম্মদকে নিয়ে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরের কাদুগুড়ি থানার নিউ এক্সটেনশন রোডে আছেন। এছাড়াও মুস্তফাডাঙ্গার আরও সাতজন আটকে আছে। সবাই চিকিৎসার জন্য এসে আটকা পড়ে গেছেন। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেছে। এদিকে দৈনিক সাড়ে তিনশো টাকা বাড়ি ভাড়া। নলহাটির লোহাপুর ব্লকের আশুরিয়ার বাসিন্দা ফিরোজ হোসেন এবং নগরার আজমের সেখ জানান, কেরালার ত্রিশুর জেলায় এক একটি রুমে মোট ৫ জন করে মোট ৬টি রুম ভাড়া নিয়ে আছেন। কারো ১৫-২০ দিন হল কাজে যাওয়া। অনেকের ২ এপ্রিল চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁরা সবাই বাড়ি ফিরতে চান। কিন্তু লকডাউন হওয়ায় তাঁরা খুব চিন্তায় আছেন। বাড়িতে বাবা মা, ছেলে, মেয়ে কান্নাকাটি করছে।

এছাড়াও অনেকে উড়িষ্যায় আটকে আছেন। নসিমুদ্দিন সেখ, আবুল কালাম, আমিরুল সেখ সহ মোট ১৭ জন আটকে আছেন উড়িষ্যার ভদ্রক জেলার আগরপাড়া থানার অধীন আগরপাড়া গ্রামে। এই শ্রমিকদের বাড়ি নলহাটি থানার লোহাপুরে। লকডাউন থাকায় কোন কাজ নেই। সরাসরি কোন দালাল ছাড়াই নিজেরা ভিন রাজ্যে মজদুরি করতে গেছেন এই সমস্ত শ্রমিকরা। কিন্তু তাঁদের হাতেও পয়সা নেই। সবাই জানেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের প্রতি মানবিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা তাঁরা পান নি। ঘরে খাবার নেই। ভাড়া দেওয়ার পয়সা নেই। রাস্তায় নামলে পুলিশের তাড়া! কোথায় যাবে এই বিপন্ন মানুষগুলো প্রশ্ন রেখেছেন তাঁরাই দেশের ও রাজ্যের সরকারের কাছে!

## অভুক্ত অবস্থায় পায়ে হেটে পাড়ি দিতে গিয়ে অসুস্থ শ্রমিক

বোল পুর, ২৮ মার্চ (হি. স): লকডাউন এর জেরে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। বন্ধ হয়ে গিয়েছে যাতায়াতের ব্যবস্থা। অগত্যা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন তারা। ঝাড়খন্ড রাজ্যের গোড্ডা জেলা কয়েকজন যুবক হুগলি জেলার শেওড়াফুলি থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। শেওড়াফুলিতে তারা রাস্তা নির্মাণের কাজ করছিলেন। হঠাৎ করে লকডাউন ঘোষণা। দিন কয়েক খাওয়ার পর তাদের পকেটে নেই টাকা কড়ি। অগত্যা গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে অভুক্ত অবস্থায় হাঁটা শুরু তাদের। শনিবার তারা বীরভূমের সিউড়ি এসে পৌঁছান। সেখানে সরকারি বাসস্ট্যান্ডে এক সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে দুস্থ ও ভবঘুরেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।সেখানে ওই পায়ে হেঁটে আসা যুবকদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।সেখানেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় জানা যায় ১৮ জনের মধ্যে ৬ জনের শরীরে জ্বর হয়েছে। পুলিশ তাদেরকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। হাসপাতালে সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বীরভূম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি অরি বলেন, সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোদের মধ্যে ওইভাবে হেঁটে আসার জন্য জ্বর হতে পারে।জেলার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

# করোনায় ভীত শিশুরা হাসবে কীভাবে



আর কে সিনহা

করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব এবং এই বিষাক্ত ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সমস্ত দেশই সক্রিয়। দেরিতে হলেও এই ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে এই মুহূর্তে, এই ভাইরাস স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের খারাপভাবে বিপাকে ফেলেছে। তাঁরা ভয়ে রয়েছে, ঘরে বন্দি হয়ে রয়েছে। তাঁদের স্বাভাবিক রুটিন প্রভাবিত হয়েছে। স্কুল-কলেজ এখন বন্ধ। আগামী কিছু দিনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কোনও সম্ভাবনাও নেই। আসলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে সুরক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার আগে, শিশুরা এই রোগ সম্পর্কে বাড়িতে ও বাইরে সমস্ত আলোচনা শুনছিল। তাঁরা প্রতিদিন শুনছিল, মহামারীর রূপ নেওয়া করোনাভাইরাসের কবলে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। শিশুদের মন অশান্ত। ভারত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, গোটা বিশ্বের সমস্ত শিশুরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন। সর্বপরি গোটা বিশ্ব করোনার জালে আবদ্ধ।

করোনার সংক্রমণ সমস্ত বয়সীদের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছে, তাহলে বাচ্চাদের মনে কী চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। করোনাভাইরাসের চিকিৎসার জন্য এখনও কোনও ওষুধ অথবা ভ্যাকসিন বাজারে আসেনি, এজন্যও তাঁরা চিন্তিত। একইসঙ্গে বাড়ির প্রতিটি সদস্য শিশুদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত, সর্বদা হাত ধোঁয়া, হাঁচি-কাশির রোগীদের সংস্পর্শে না যাওয়া, চোখ, নাক, মুখে আঙুল না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের মুখ থেকে হাঁসি উধাও হয়ে গিয়েছে।তাদের মুখে হাঁসি ফিরিয়ে আনা টা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি নিয়ত তারা বাবা, মা ছাড়াও পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ দেখে চলেছে। ফলে শিশুরা এখন কুকরে রয়েছে। চারিদিকে এখন করোনা র কারনে মৃত্যুর মিছিল চলছে। শিশুরাও যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত, তাই তারা করোনার সাথে সম্পর্কিত তথ্য, ছবি এবং খবর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপে পড়ছে। এর পাশাপাশি তারা অনেক গুজবও পড়ছে। এই সব জিনিস পড়ে,শিখে তারা অস্বস্তিতে ভুগছে। কারণ কোথাও কোনো আশার খবর নেই। সেখানে কেবল নেতিবাচক পরিবেশই বিরাজ করছে। ফলে করোনা কে ভয় পাচ্ছে শিশুরা। তারা ভয়ের পরিবেশে বাস করছে। করোনা থেকে আদৌ নিস্তার পাওয়া যাবে, তা নিয়ে চিন্তিত শিশুরা।

শিশুদের বাবা, মা এমন কি দাদু, ঠাকুমা এমন পরিস্থিতিতে পড়েন নি। এমন সময়ে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করছে চিন ও ইতালি থেকে আসা সত্যি ও মিথ্যা খবর। এই দেশগুলিতে করোনার সর্বনাশ হয়েছে। করোনার কারণে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। সেগুলি শিশুরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে চলেছে। এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির থেকে শিশুদের উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুদের সঙ্গে অযথা করোনা নিয়ে আলোচনা করা বন্ধ করতে হবে। এমন কি শিশুদের সামনে করোনা নিয়ে আলোচনা করোরাও বন্ধ করতে হবে। যদিও আলোচনা হয় তবে শিশুদের জানাতে যে করোনা রোগটিকে বোঝার চেষ্টার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই এই সংক্রমণের ওষুধ আবিষ্কার করা হবে। এটি বাচ্চাদের মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি করবে। তারা অনুভব করবে যে করোনাকে হারানো সম্ভব।

তারা এই মানসিক উৎকণ্ঠা র পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। শিশুদের টিভি চ্যানেলগুলিতে 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' দেখান। পরে তা নিয়ে আলোচনা করুন। করোনার সংক্রমণের চিকিতার বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা রয়েছে। তাদের বলুন যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। এমনকি যদি তারা কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাদের বলুন যে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুসারে ভারতে প্রতি বর্গ কিলমিটারে এর প্রভাব অন্য দেশের তুলনায় নগন্য। এই অজুহাতে তাদের ভূগোলের ক্লাস নিন। যতক্ষণ স্কুল-কলেজগুলিতে ছুটি রয়েছে ততক্ষণ কেবল ঘরে থেকে পড়াশুনা করুক এবং ফুরফুরে থাকুক। বাচ্চাদের সাথে লুডু, দাবা, লুকোচুরি খেলুন। বিষয়টি এমনভাবে বুঝতে হবে যে ধরুন আপনি বাসের পিছনে বসে রয়েছেন। রাস্তায় চলতে যাওয়ার সময় যদি প্রতিটি বাধা, বাকে বিপদ দেখে উদ্বিগ্ন হন তবে তাতে চালকও চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন করবেন। এমন ভাবে করলে চলবে না। আপনি যদি অবশ্যই শিশুর সাথে করোনার বিষয়ে কথা বলতে চান তবে এটি সংক্ষিপ্ত এবং সর্বদা ইতিবাচক রাখুন।

অবশ্যই এই সব করে ফলাফল ভাল হবে। যেহেতু আজকাল বাবা-মা এবং বাচ্চারা বাড়িতে একসাথে আছেন, তাই সবার জন্য একসাথে বসে ক্যারম বা আনতাক্ষারী খেলা ভাল। নতুন, পুরনো সিনেমা দেখুন। যতটা সম্ভব কমেডি সিনেমা দেখুন। এই সময়েও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। দেখুন, এটি আপনার মজাদার সাথে সময় কেটে দেবে এবং দ্বিতীয়টি হ''ল বাচ্চারা করোনার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে এবং আরও ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হবে। এমন পরিবার খুব কমই আসে যখন পুরো পরিবার ঘরে রাতে একত্রে থাকে। আমার বড় নাতনি পড়ার শখ। গানের শখ। আমি তার জন্য তাকে উতাহিত করি। কনিষ্ঠ নাতনী চিত্রশিল্পের অনুরাগী।

আমি তাদের তাদের উতাহিত করি। এবং তারা সারা দিন এটিতে নিযুক্ত থাকে। তাই এই সুযোগটি কাজে লাগান। ইদুর দৌড়ের এই জীবনে প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানোর খুব কম সুযোগ আমরা পাই। বাচ্চাদের গ্রীষ্মের ছুটি পেলেও সেই সময় তাদের পিতামাতার অফিসে থাকেন। তাই করোনার অজুহাতে, আমরা সকলেই আমাদের পরিবারের সাথে সময় কাটানোর একটি দুর্দান্ত সুযোগ পেয়েছি। সুতরাং এটির সুবিধা গ্রহণ করুন। আমি এবং আমার স্ত্রী নবরাত্রিতে ব্যস্ত। শিশুরা সকাল-সন্ধ্যা আরতিতে যোগ দেয়। খুব আনন্দময় পরিবেশ রয়েছে। বর্তমানে শিশুরা বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারছে না। তারা তাদের বন্ধু এবং বন্ধুদের সাথে দেখা করতেও অক্ষম। এই সময়ে পিতামাতার তাদের বন্ধু হওয়া উচিত। তাদের সাথে প্রচুর গল্প করা উচিত। এই সব করে, আমরা আমাদের বাচ্চাদের আবার হাসতে দেখব।

## মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রস্তুত করোনা মোকাবিলায় এখন শুধু রোগী অপেক্ষা, দাবি কর্তৃপক্ষের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি স): আপাতভাবে ৩০০শয্যা নিয়ে করোনার চিকিৎসা করতে প্রস্তুত মেডিকেল কলেজ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এমনটাই দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। আপাতত ৩০০ শয্যা থাকলেও ধীরে ধীরে সেই শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে তিন হাজার করা হবে বলে জানানো হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। ইতিমধ্যে হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগ থেকে সরিয়ে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রোগীদের। শনিবার দফায় দফায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নার্সদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ পর্বের আয়োজন করা হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে।

রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল একটি হাসপাতাল কে সম্পূর্ণ করোনা চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা হবে। সেইমতো কলকাতা মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশালিটি বিভাগকে এই মর্মে তৈরি করা হয়।কলকাতা মেডিকেল কলেজ কতটা প্রস্তুত হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে মেডিকেল কলেজে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। এমনকি যেখানে এই বিভাগটি রয়েছে সেই ৫ নম্বর গেটের "করোনা গেট" নামাঙ্কিত করেন তিনি। শনিবার থেকেই চালু চালু হওয়ার কথা ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে আইসোলেশন ওয়ার্ড। তবে এদিন চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী ও নার্সদের নিয়ে করোনা আক্রান্ত রোগী এলে কিভাবে তাদের চিকিৎসা করা হবে সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দফায় দফায় হয় বৈঠকও। এদিন হাসপাতালে শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক দাবি করে বলেন, সবদিক থেকেই প্রস্তুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য। শুধু রোগী আসার অপেক্ষা। অন্যদিকে, এদিন জুনিয়র ডাক্তার, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে এক বৈঠক হয়। সেখানে এই করোনা আক্রান্ত রোগী এলে কিভাবে তাদের চিকিৎসা করা হবে বা কিভাবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রেখে আক্রান্তের চিকিৎসা করবেন সেসব বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বলে জানান ওই আধিকারিক। করোনা আক্রান্ত সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

ইতিমধ্যেই থেকে শুধুমাত্র করোনা চিকিৎসার জন্য খালি করা হচ্ছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। ধাপে ধাপে চালু হবে ৩০০০ বেড। বুধবার থেকে ভেন্টিলেটার ও ক্রিটিক্যাল ইউনিট চালু হওয়ার কথাও রয়েছে।

## ভিন জেলার ১৩ শ্রমিক আটকে বারুইপুরে, বাড়ি ফেরানোর আর্জি প্রশাসনের কাছে

বারুইপুর, ২৮ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের জেরে দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। এর জেরেই বারুইপুরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাতন বাজার পঞ্চাননতলা সংলগ্ন এলাকায় ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ করতে এসে গত ১৫ দিন ধরে আটকে পড়েছেন মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে আসা ১৩ জন রাজমিস্ত্রি। ঠিকাদার তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন মুর্শিদাবাদে। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। টাকা-পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ায় কার্যত অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। এই অবস্থায় তারা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন অবিলম্বে তাঁদেরকে বাড়ি ফেরানোর। একান্তই তা যদি না হয়, তাহলে তাদের দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেছেন তারা প্রশাসনের কাছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বারুইপুরের মহকুমাশাসক দেবারতি সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি পুরসভাকে জানাচ্ছি। বিষয়টি দেখা হচ্ছে"। বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী বলেন, "মহকুমাশাসকের অফিস থেকে মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার রাখি পাল বিষয়টি দেখছেন। ভিনরাজ্য বা ভিন জেলা কতজন এসেছেন বারুইপুরে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে যথাযথ ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে"। বারুইপুর পুরাতন বাজার এলাকায় দু সপ্তাহ আগে ফ্ল্যাট তৈরির কাজ করতে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার রাধাকৃষ্ণপুরের ১৩ জন রাজমিস্ত্রি। কিন্তু করোনা আতঙ্কের জেরে তারা এখানেই আটকে পড়েছেন। লকডাউনের ফলে বাড়িতে ও ফিরতে পারেন নি। রাজমিস্ত্রি পিয়ারুল ইসলাম বলেন, "আমরা সবাই লালগোলা থানার এলাকার বাসিন্দা। ঠিকাদার সফিকুল রহমান আমাদের বারুইপুরে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজের জন্য নিয়ে আসে। লকডাউনের আগে সে চলে যায় আমাদের ছেড়ে। আমরা ১৩ জন আটকে আছি। খাওয়া-দাওয়া করতে পারছি না। টাকা পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে। আমাদের কেউ দেখছে না"। পুরসভার কোন লোকজনও আসেনি তাদের সমস্যা দেখতে আদৌ আসেননি বলেই দাবি তাদের। প্রশাসনের কাছে তারা আর্জি জানিয়েছেন যে তাদেরকে দ্রুত বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক

## লকডাউন-বিধি অমান্য বঙাইগাঁওয়ে, হাজারো মানুষ বাজারে, পুলিশের ওপর শিলাবর্ষণ, শূন্যে গুলি

বঙাইগাঁও (অসম), ২৮ মার্চ (হি.স.) : লকডাউনের চতুর্থ দিনেও মহামারি কোভিড-১৯-এর গুরুত্ব উপলব্ধি না করে হাজারো মানুষ বাজারে বেরিয়ে পড়েছিলেন। করনো ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে তাদের ঘরমুখো করতে যায় পুলিশ। কিন্তু উলটো পুলিশের ওপর হামলা করলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে শূন্যে গুলি চালাতে হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। ঘটনা নিম্ন অসমের নিউ বঙাইগাঁও রেল স্টেশনের নিকটবর্তী ভাউলাগুড়ির বডিবাজারে শনিবার সকালে সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ কয়েকজন হামলাবাজকে গ্রেফতার করেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, লকডাউন ভঙ্গ করে শনিবার সকালে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সবজি কিনতে নিউ বঙাইগাঁও রেল স্টেশন সংলগ্ন ভাউলাগুড়ির বডিবাজারে জনতার ঢল নামে। সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে এ ভাবে কাতারে কাতারে জমায়েতে পুলিশ হতভম্ভ হয়ে যায়। তাঁরা বাজারে আগত জনতাকে যার যার ঘরে চলে যেতে আহ্বান জানায়। শাক-সবজির ব্যবসায়ীদের তাদের পসরা গুটিয়ে নেওয়ার কথা বললে পুলিশের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হয়ে পরে তারা। ইত্যবসরে বেশ কিছু প্রাপ্ত ও ও অপ্রাপ্ত বয়স্ত ছেলে দলবদ্ধভাবে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী তখন তাদের ক্ষান্ত করতে লাঠিচার্জ করলে আরও উন্মত্ত হয়ে ওঠে ব্যবসায়ীরা। বাধ্য হয়ে শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে নিরাপত্তা বাহিনী।

প্রসঙ্গত, বঙাইগাঁওয়ে দলবদ্ধভাবে বাড়ি-ঘর থেকে কেউ যাতে বাইরে বের না হন সে ব্যাপারে পুলিশকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আজ কড়া অবস্থান নিতে গেলে বিপত্তি ঘটে। করোনা ভাইরাস মহামারির রেশ ধরতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ দিনের জন্য দেশজুড়ে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন। আগামী ১৪ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে লকডাউন। ততদিন গোটা দেশের নাগরিকদের প্রতি করজোড়ে তাঁদের নিজের নিজের ঘরে আবদ্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নগরিকদের যাতে বেশি অসুবিধা না হয়, তার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থাও করেছে সরকার। কিন্তু এর পরও একাংশ জনতা করোনা ভাইরাসকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে সরকারি নীতি ভঙ্গ করে চলেছে।

## পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত আরও দুই সংখ্যা বেড়ে ১৭

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও দুই। ফলে শনিবার করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭ জন। দুজনেই দিঘার বাসিন্দা বলে জানা যাচ্ছে। বিদেশ যাত্রার কোনও ইতিহাস নেই এই দুজনের। তবে মনে করা হচ্ছে দুজনেই করোনা সংক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

আতঙ্ক বাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার নতুন করে দু'জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে। তাঁরা এগরার হাসপাতালে আইসোলেশনে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দু'জনেরই লালারসের নমুনা পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ওই দু'জনকে এগরা থেকে বেলেঘাটা আইডিতে আনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

দিঘার বাসিন্দা এই দুজনের কেউই বিদেশ যাননি। তবে রাজ্যের দশম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অর্থাৎ নয়াবাদের ব্যক্তি এগরার যে বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে এনারাও ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেখান থেকেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এবিষয়টি সঠিক বলে পরিষ্কার নয়। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

আজ নতুন করে দুজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৭। রাজ্যে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন লন্ডনফেরত এক তরুণ। দ্বিতীয় আক্রান্ত তরুণও লন্ডন থেকে ফিরেছিলেন। তৃতীয় আক্রান্ত তরুণী ফিরেছিলেন স্কটল্যান্ড থেকে। এর পর দমদমের এক প্রৌঢ়ের শরীরে মেলে করোনাভাইরাসের প্রমাণ। চতুর্থ আক্রান্ত এই ব্যক্তি পরে সল্টলেকের একটি হাসপাতালে মারা যান।

এর পর করোনাভাইরাসের প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় আক্রান্ত তরুণের বাবা-মা এবং এক পরিচারিকার শরীরে। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের তালিকায় পাঁচ, ছয় এবং সাত নম্বরে ছিলেন তাঁরা। আট এবং নয় নম্বরে ছিলেন মিশর এবং লন্ডনফেরত দু'জন। এর পর নয়াবাদের এক বৃদ্ধের শরীরে করোনাভাইরাস মেলে। তিনি ছিলেন ১০ নম্বরে। এর পর শুক্রবার তেহট্টের পাঁচ জনের শরীরে মেলে করোনাভাইরাস।

স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে ১০ হাজার জনকে গৃহ-পর্যবেক্ষণে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ২২ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসা বাকি রয়েছে। সে দিকেও নজর রয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের।

## জেলায় জরুরী পরিষেবা চালু রাখতেই পাসের ব্যবস্থা প্রশাসনের

বারুইপুর, ২৮ মার্চ (হি. স.) : দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলার জন্য চলছে লকডাউন। আর এই লকডাউনের ফলে গাড়ি চলাচল, পন্য আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ। ফলে সমস্যায় পড়েছেন জরুরী পন্য আদান প্রদানকারী সংস্থা থেকে শুরু করে জরুরী পরিষেবার সাথে যুক্ত মানুষজন। এই সমস্যা কাটাতে এবার ই পাসের ব্যবস্থা করলো দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সর্বস্তরে জরুরী পরিষেবা ও জরুরী কাজের জন্য যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন।. আর সেই কারণে মহকুমা ভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি আধিকারিককে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন আগেই করোনা মোকাবিলার জন্য জেলা ও মহকুমা স্তরে কন্টোল রুম খুলেছে। সেখান থেকেই জেলার সমস্ত বিষয়ের উপর নজরদারি চলছে। পাশাপাশি এবার জেলার আভ্যন্তরীণ ও কলকাতার সাথে জেলার জরুরী পরিষেবার জন্য যান চলাচল চালু রাখতে এই ই পাসের ব্যবস্থা চালু পর জেলা।

শনিবার বিকেলে দক্ষিন ২৪ পরগণার জেলাশাসক ডঃ পি উল্লানাথন এ বিষয়ে আলিপুরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।. মূলত হোয়াটসআপেই মিলবে এই ই-পাস।জরুরী পরিবহনের জন্য যে ব্যক্তি আবেদন করবেন।তিনি হোয়াটসঅ্যাপেই আবেদন জানাতে পারবেন।. নিজের পরিচয় পত্র ও প্রয়োজনের বিবরণ দিয়ে মহকুমা স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করলে সেই আবেদন খতিয়ে দেখে আধিকারিকরা অনুমতি দেবেন।

লকডাউন ঘোষণার পর ও কিছু মানুষ যেমন অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেরচ্ছেন, তেমনি কিছু মানুষ যাদের জরুরী প্রয়োজন যেমন ওষুধের ব্যবসায়ীর মতো নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু লকডাউনকে সফল করতে করোনাকে মোকাবিলা করতে বদ্ধ পরিকর প্রশাসন রাস্তায় তাদেরকে আটকাচ্ছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের মানুষজন তাদের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে পারছেন না, তেমনি অনেকেই আবার অপ্রয়োজনে বাইরে বেরচ্ছেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই ই-পাস চালু করল দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

জেলাশাসক বলেন, "জরুরী দরকারে মানুষ যাতে কোন সমস্যায় না পড়েন সেই কারণেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।. করোনাকে মোকাবিলা করার জন্য সামাজিক দূরত্ব ভীষণ প্রয়োজন। তাই অযথা বাড়ির বাইরে বের হবেন না। জরুরী প্রয়োজনে তবেই সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়ির বাইরে বের হন। প্রশাসনকে সাহায্য করুন করোনাকে মোকাবিলার জন্য "

## মোহাম্মদ বাজার বাসস্ট্যান্ডের সামনে আগুন

বোলপুর, ২৮ মার্চ (হি. স.): বীরভূমের মহম্মদ বাজার থানার ডেউচা বাস স্ট্যান্ডে জাতীয় সড়ক লাগোয়া বসতবাড়ি এবং লাইন হোটেলে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল।. সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ আগুন লেগেছে।

. স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বাণী মালাকার লাইন হোটেল চালিয়ে সংসার চালাত।. কি করে এই আগুন লাগল তা জানা যায়নি।. মহম্মদ বাজার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে পাশের বাড়ির সাবমারসিবল থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানো হয়েছে। গোটা ঘটনার জেরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার সচিবালয়ে কোভিড-১৯ নিয়ে ত্রিপুরার পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য সচিব ডাঃ দেবাশিস বসু।

# ট্রেনে করোনা সংক্রমিত রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ পদক্ষেপ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের

গুয়াহাটি, ২৮ মার্চ (হি.স.) : করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা জন্য ভারতীয় রেল কর্তপক্ষ ট্রেনের কামরাগুলিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করছে। ভারতীয় রেল মন্ত্রকের নির্দেশে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলও ট্রেনের কামরাগুলিতে আইসলেশন ওয়ার্ডে তৈরি করতে শুরু করেছে।

এ বিষয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সেন্ট্রাল হসপিটালে ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে ট্রেনের কামরাগুলোকে বিশেষভাবে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কামাখ্যা ও গুয়াহাটি স্টেশনে কোচ মেন্টেনেন্স শাখার তদারকিতে এই কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। নন-এসি কোচগুলির প্রত্যেকটি ক্যাবিনে একজন করে আক্রান্ত থাকতে পারবেন। এছাড়া প্রতিটি কোচের শেষে পার্টিশনের দরজা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কোচের টয়লেটেকে স্নানের যোগ্য শৌচাগার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে শাওয়ার ও বালতি, মগ রাখা হয়েছে। রয়েছে একাধিক কলও। ফলে সহজেই বাড়ির বাথরুমের মতো ট্রেনের আইসোলেশন কামরাকে ব্যবহার করতে পারবেন করোনা সংক্রমিত যে কোনও রোগী।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে এ তথ্য জানিয়ে আরও জানানো হয়েছে, ওই সব আইসোলেশন কামরার মিডল বার্থ খুলে দেওয়া হয়েছে। একটি কোচে ৯টি বেড রয়েছে। মোট ১০টি কোচকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিণত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। রেলওয়ের সূত্রটি জানিয়েছে, নন-এসি কোচের উপরের বার্থগুলিকেও খুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মেডিক্যাল ইকুইপটমেন্টস রাখা হবে। চার্জিং স্লটগুলিও ঠিক করা হয়েছে। এর সাথে দুটি ক্যাবিনের মধ্যে প্লাস্টিকের পরদা লাগিয়ে আইসোলেটেড করা হয়েছে। রয়েছে জলের বোতল রাখার জায়গা। একাধিক প্যাকেট বা অন্য কোনও কিছু ঝুলিয়ে রাখার সুবিধা ছাড়া রয়েছে ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখার জায়গা। এছাড়াও আইসোলেশন ওয়ার্ডের তাপমান সঠিক রাখার জন্য বাঁশের তৈরি চাটাই ক্যাবিনের ওপরে ও পাশের দেওয়ালে লাগানো হয়েছে।

চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য রয়েছে আলাদা থাকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেই রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য ট্রেনের কামরায় অস্থায়ী হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল।

# কাছাড়ের সোনাবাড়িঘাটে 'গণপিটুনি'তে মৃত্যু নিরাপত্তাকর্মীর পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য পুলিশ ও নিহতের পরিবারের

শিলচর (অসম), ২৮ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাবাড়িঘাটের দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা, আসাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (এআইএসএফ)-এর জনৈক জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও নিহতের পরিবারবর্গের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় ঘটনার পিছনে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন এলাকার মানুষ।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের বক্তব্য, এআইএসএফ জওয়ান (কনস্টেবল) বখতার উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (ব্রেনস্ট্রোক)-এর কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। গণধলাইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে যা রটনা হচ্ছে তা নিতান্ত গুজব, দাবি পুলিশ সুপারের। অন্যদিকে পুলিশ সুপারের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বয়ান দিয়েছেন নিহতের স্ত্রী। স্ত্রীর অভিযোগ, জনৈক আলম মজুমদার ও তার দুই ছেলের দলবদ্ধ হামলায় স্বামী বখতারের অকাল মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনা শনিবার সকালে সোনাবাড়িঘাটে সংঘটিত হয়েছে। গোটা দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকাও লকডাউনের আওতায়। স্থানীয় কয়েকজনের কাছে জানা গেছে, গতকাল বিন্নাকান্দিতে ডিউটিতে ছিলেন বখতার উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ। ডিউটি শেষ করে আজ সকালে দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁর বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন তিনি। সোনাবাড়িঘাটে বাজার বসেছে দেখে তিনি বাজার বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গ্রামরক্ষী বাহিনীর স্থানীয় সভাপতির ছেলের সঙ্গে পান কেনা নিয়ে প্রথমে বখতার উদ্দিনের বচসা শুরু হয়। বচসা ক্রমে হাতহাতিতে পরিণত হয়।

এক সময় বাজারে উপস্থিত কতিপয় দলবদ্ধভাবে তাঁর ওপর লাঠিসোঁটা দিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। গণপিটুনি দিয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বখতারকে সেখানেই ফেলে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরে অন্য কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মৃত্যুবরণ করেন বখতার উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ। এদিকে পুলিশ সুপার বলেছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্রেন স্ট্রোকে, না গণপিটুনিতে বখতার উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে তা তদন্তের পর জানা যাবে। তবে নিহতের শরীরে আপাতদৃষ্টিতে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তাই ধারণা হচ্ছে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মারা যেতে পারেন তিনি। তবে তাঁর মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য রাখা হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। যদি গণপিটুনিতে বখতারের মৃত্যু হয়, তা হলে অবশ্য হামলাকারীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হবে।

অন্যদিকে নিহত বখতার উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর স্ত্রী জনৈক আলম মজুমদার এবং তার দুই ছেলে আফজল ও জুনাইদ মজুমদারের বিরুদ্ধে স্বামী বখতারের মৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত করে সোনাবাড়িঘাট থানায় এফআইআর করেছেন বলে জানা গেছে।

## প্রয়াত বেনি প্রসাদ বর্মা : শোকস্তব্ধ উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর শুক্রবার প্রয়াত হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেনি প্রসাদ বর্মা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেনি প্রসাদ বর্মার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। শনিবার টুইট করে উপ-রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, "রাজ্যসভার সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বেনি প্রসাদ বর্মার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার সমবেদনা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।"

সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ নেতা, মুলায়ম সিং যাদব ঘনিষ্ঠ বেনিপ্রসাদ বর্মা শুক্রবার প্রয়াত হয়েছেন। ভুগছিলেন বার্ধক্যজনিত অসুখে। এইচ ডি দেবেগৌড়া ও মনমোহন সিং সরকারের আমলে দু"বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

## কেরলে মৃত্যু করোনা-আক্রান্ত বৃদ্ধের, ভারতে মৃত বেড়ে ২০

কোচি, ২৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। করোনা-হানায় ফের মৃত্যু ভারতে। এবার কেরল। শনিবার কোচি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছেন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত একজন বৃদ্ধ। মৃত বৃদ্ধের বয়স ৬৯ বছর।

এর্নাকুলাম জেলা মেডিক্যাল অফিসার ডা. এন কে কুট্টাপ্পান জানিয়েছেন, শনিবার সকাল আটটা নাগাদ কোচি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছেন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত একজন বৃদ্ধ। মৃত বৃদ্ধের বয়স ৬৯ বছর। দুবাই থেকে ফেরার পর, শরীরে লক্ষণ দেখা দেওয়ায় গত ২২ মার্চ তাঁকে আইসোলেসন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার সকাল আটটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ওই রোগী হার্টের রোগ এবং উচ্চ রক্তচাপেও ভুগছিলেন, বাইপাস সার্জারিও হয়েছিল। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে কেরলে এটাই প্রথম মৃত্যু। কেরলে ৬৯ বছর বয়সী বৃদ্ধের মৃত্যুর পর ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ২০-তে পৌঁছল।

# কোরোনা পরিস্থিতিতে ত্রাতা আর কে সিনহা, এক কোটি টাকার সহায়তার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি. স.): করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এলেন বরিষ্ঠ সম্পাদক তথা বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। শনিবার নিজের সাংসদ তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করার ঘোষণা করেছেন তিনি।

এদিন এক ভিডি বার্তায় বিশ্ব ত্রাস করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধকে মহাযুদ্ধ হিসেবে অখ্যা দিয়ে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন যে, নিজের সাংসদ তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করবেন তিনি।পাশাপশি সাংসদ হিসেবে নিজের মার্চ মাসের মাইনেও দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিহারে করোনা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে একাধারে সমাজসেবী ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক রবীন্দ্র কিশোর সিনহা বলেন, বিহারের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে। পাটনায় হাসপাতালগুলোতে কতগুলো ভেন্টিলেশন যন্ত্র আছে তার খতিয়ান স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন তিনি। ভেন্টিলেশন যন্ত্রের যদি অভাব থেকে থাকে বা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভেন্টিলেশন যন্ত্র যদি না থাকে রোগীদের জন্য। তবে সেই সকল ভেন্টিলেশন যন্ত্র তিনি নিজে সরবরাহ করবেন বলে জানিয়েছেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনায় গোটা দেশে ৯০০ বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে।

## লকডাউনে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতি আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি . স.) : কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের অধীন ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত দফতর লকডাউন চলাকালীন দিব্যাঙ্গজনদের ন্যূনতম সহায়ক পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিবকে লেখা এক চিঠিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত দফতরের সচিব লিখেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দিব্যাঙ্গজনদের ঝুঁকিতে পড়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, এদের নিয়মিত পরিচর্যা ও পরিষেবার প্রয়োজন।

এমনকি, এদের অনেকেই পরিষেবাদাতারও ওপর নির্ভরশীল। দৈনন্দিন কাজকর্ম ও জীবনযাপনে পরিষেবাদাতা ও সহায়কদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাই, এই পরিস্থিতিতে দিব্যাঙ্গজনরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে দফতরে বারবার ফোনে জানানো হচ্ছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দফতর জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাও অত্যন্ত জরুরি। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হ'ল — দিব্যাঙ্গজনরা যাতে জরুরি সহায়ক পরিষেবা পান, তা সুনিশ্চিত করা। ওই চিঠিতে দিব্যাঙ্গজনদের পরিষেবাকারী বা সহায়ক ব্যক্তিদের যাতায়াতে সুবিধা করে দিতে অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন বলবৎকারী কর্তৃপক্ষগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে, প্রয়োজনে জেলা কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতে, যাতে দিব্যাঙ্গজনদের পরিষেবাদাতা বা সহায়ক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকেও এ ব্যাপারে জোরদার প্রচার চালানোর পরামর্শ দিতে বলা হয়েছে।

## রুটি অন হুইলস- এ রুটি বিলি দক্ষিণ কলকাতায়

কলকাতা, ২৮মার্চ (হি স): যে সমস্ত মানুষরা নিত্যদিন হোটেলে নিজেদের পেটপুজো সাড়েন লকডাউন এর জেরে বিপদে পড়েছেন তারাও। এইসব মানুষদের শনিবার রুটি বিতরণ করলেন মেয়র পারিষদ দেবাশীষ কুমার। এদিন দক্ষিণ কলকাতার নিজের ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডে রুটি বিতরণ করেন তিনি। একটি মেশিন কেনা হয়েছে রুটি তৈরীর। সেই মেশিনকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে দেবাশীষ কুমারের ওয়ার্ডে। এই মেশিনেই তৈরি হচ্ছে রুটি। গাড়িটির পোশাকি নাম "রুটি অন হুইলস।" দেবাশিস বাবু জানান, যে সমস্ত শ্রমিকরা দোকান থেকে খাবার কিনে খেত লক ডাউন হওয়ার জন্য তারা বিপদে পড়েছেন। তাই সেই সমস্ত মানুষদের এখানে রুটি দেওয়া হচ্ছে। তবে শুধু শ্রমিক নয়, কোনও দুস্থ সাধারণ মানুষ বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যারা বাড়িতে রান্না করতে পারছেন না এমন কেউ এলেও তাদের হাতে রুটি তুলে দিচ্ছেন কাউন্সিলর দেবাশীষ কুমার।

## মহারাষ্ট্রে বেপরোয়া টেম্পোর দৌরাত্ম্য! চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৪ জনের

পালঘর (মহারাষ্ট্র), ২৮ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বেপরোয়া টেম্পোর দৌরাত্ম্য! মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় টেম্পোর চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পালঘর জেলার ভাসাই তালুকার অন্তর্গত, ভিরার থানা এলাকার পারোলে গ্রামে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাতে গুজরাট থেকে বেশ কয়েকজন পায়ে হেঁটে মুম্বই অভিমুখে যাচ্ছিলেন। ভোররাত তখন তিনটে হবে, পারোলে গ্রামে একটি টেম্পো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের ধাক্কা মারে। টেম্পোর চাকায় পিষ্ট হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছেন ৩ জন ঘাতক টেম্পোর চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## স্ত্রী ও দুই সন্তানকে গুলি করে হত্যা, পানিপতে আত্মঘাতী বন্দুকবাজ স্বামী

পানিপত (হরিয়ানা), ২৮ মার্চ (হি.স.): ভোররাতে রোমহর্ষক ঘটনা ঘটল হরিয়ানার পানিপতে! স্ত্রী ও দুই সন্তানকে গুলি করে হত্যা করার পর আত্মঘাতী হল বন্দুকবাজ স্বামী। শনিবার ভোররাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পানিপতের রাজ নগর লোকালিটিতে।

পুলিশ সূত্রের খবর, পেশায় রেশন ডিপো হোল্ডার, বছর ৩৬-এর এক ব্যক্তি নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে স্ত্রী, ৮ বছরের মেয়ে এবং ৫ বছরের ছেলেকে খুন করেছে। এরপর নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে ওই বন্দুকবাজ স্বামী। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারণেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বামী। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# অবস্থার আশঙ্কাজনক হলেও খানিক উন্নতি নয়াবাদের প্রৌঢ়ের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি স): নয়াবাদের করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও সামান্য উন্নতি হচ্ছে তার পরিস্থিতির। শুক্রবার তার অবস্থার ক্রমশ অবনতি হওয়ায় ভেন্টিলেশন এর মাত্রা বাড়ানো হয়। কিন্তু শনিবার অবস্থার খানিক উন্নতি হলে ভেন্টিলেশন এর মাত্রা কিছুটা কমানো হয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা।

এদিন পিয়ারলেস হাসপাতালের ফুসফুস বিশেষজ্ঞ জানান, ওই ব্যক্তির অবস্থার খানিক উন্নতি হলেও এখনো আশঙ্কাজনক তার শারীরিক পরিস্থিতি। রক্তচাপ সামান্য কমেছে। ভেন্টিলেশনের মাত্রা কমানো হয়েছে। অন্যদিকে, ওই প্রৌঢ় মাল্টি অর্গান ফেইলিওরের পথে যাচ্ছিলেন বলে গতকাল জানিয়েছিলেন ডাক্তাররা। তবে এদিন সেই সম্ভাবনা একটু কমেছে। তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করছে। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে ওই ব্যক্তিকে নতুন ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বলেও এদিন জানান চিকিৎসকরা।

পিয়ারলেস হাসপাতাল সূত্রে খবর, গতকাল ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। কিডনির সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর। রক্তচাপের সমস্যাও দেখা দিয়েছে একই সঙ্গে। হাইড্রো অক্সিন ক্লোরোকুইন দেওয়া হচ্ছে। ওষুধ দেওয়ার ফলে মাল্টি অর্গানের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে বলে মত চিকিৎসকদের। তবে ওষুধের ফলাফল গত কাল রাত না কাটলে বলা যাবেনা বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। শনিবার তার অবস্থার আশঙ্কাজনক হলেও খানিক উন্নতির দিকে বলেও মন্তব্য চিকিৎসকদের। গতকাল চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রৌঢ়ের শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ছে তাই ভেন্টিলেশনের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে। তার ফুসফুসে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে না। ফল স্বরূপ বিভিন্ন সাপোর্টিভ ওষুধ তাকে দেওয়া হচ্ছে। তবে ওই ব্যক্তির অন্যান্য সমস্যা না থাকলেও তার অবস্থা এখন সংকটজনক।

এদিকে নয়াবাদের করোনা আক্রান্ত প্রৌঢ়ের পরিবারের চারজনকে হোম আইসোলেশন থেকে নিয়ে আসা হল এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। আপাতত এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে আইসোলেশন রয়েছেন আক্রান্তের স্ত্রী-পুত্র পুত্রবধূ এবং নাতি। ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। তাদের লালারসের নমুনা পাঠানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। সে রিপোর্ট এখনও আসেনি।

# "মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে' : রঞ্জন চক্রবর্তী

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার(১৯৯৫), লন্ডন ইউনিভার্সিটির চার্লস ওয়ালেস ফেলো (১৯৯৭), ব্রাউন ইউনিভার্সিটির আলেকজান্ডার ভিয়েটার ফেলো (২০০৪) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। রঞ্জন চক্রবর্তীর সাফল্যের বর্নময় মুকুটে এ রকম অনেক পালক। এখন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। লকডাউন এই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তথা শিক্ষাবিদের প্রাত্যহিক জীবনধারাতেও এনেছে বড় পরিবর্তন। কীভাবে, কতটা পরিবর্তন এনেছে? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে রঞ্জনবাবু জানালেন, "এমনিতে প্রতিদিন আমার মোটামুটি লেখাপড়া, গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাজে কেটে যেত। যেতে হতো নানা স্থানে। লকডাউনে রুটিনটা বদলে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠান বন্ধ বলে কলকাতায় চলে আসিনি। মেদিনীপুরে উপাচার্যের আবাসনেই আছি। বরং স্ত্রী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সোমা এবং ব্যবসায়ীপুত্র প্রতীক চলে এসেছেন এখানে। এই সঙ্গে ছ'বছরের ল্যাব্রাডার টিটু। বিদ্যাচর্চার মাঝে ওদের নিয়ে কাটছে অনেকটা সময়।"

২০১১-র ১ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের রাঙামাটির এই প্রতিষ্ঠানে এসে প্রথমেই মনে পড়ছিল পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। তাঁর জন্মভূমিতে, তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিরে এসেছি। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ১৩২ একর জমির ওপর এই প্রতিষ্ঠান। এর পর পায়ে পায়ে ছুঁয়ে ফেলল প্রায় এক দশক।

উপাচার্যর কথায়, কলকাতার লকডাউনের ছবির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এখানকার পরিবেশের অনেক পার্থক্য। কিন্তু প্রযুক্তি তো এখন বিশ্বকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। নিরালায় বসে টিভি-র নিউজ আর মোবাইলে ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে মুহূর্মুহু জানতে পারছি করোনার সঙ্গে আমাদের লড়াইটা কোথায়, কীভাবে চলছে। এখন দিনের বেশিরভাগ টিভি দেখে, বই পড়ে কাটছে। অনেক বই ডাউনলোড করা আছে। একে একে পড়ব। পুরনো ভ্রমণকাহিনী পড়তে ভালো লাগে। আলফ্রেড ক্রসবির 'কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ' বইটা এখন পড়ছি।"

রঞ্জনবাবুর ভাষায়, "লকডাউনের এই অবস্থায় মনে হচ্ছে পৃথিবীটা অনেক বদলে যাবে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে বাঁচব কিনা। আবার কখনও উজ্জীবিত করে তুলছে আশাবাদ। মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

# শিলিগুড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের জেরে আতঙ্কিত গোটা দেশ। এরই মাঝে শনিবার সকালে শিলিগুড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটলো। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। এদিন শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর কলোনিতে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি বাড়ি। ওই বাড়িতে সোফাসেট তৈরির কাজ চলত। স্থানীয়রা প্রাথমিক অবস্থায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করলেও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

লকডাউনে চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে যানবাহন ঠাই দাঁড়িয়ে। ছবি -নিজস্ব।

করোনা ভাইরাস নিয়ে চিকিৎসকদের সাথে খোঁজ খবর নিচ্ছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

## পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রিয়াঙ্কার আর্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি. স.): লকডাউন পরিস্থিতিতে তীব্র দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকেরা। গণ পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরে রীতিমতো পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাদের। দিল্লি ও এন সি আর অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে কয়েক শো কিলোমিটার পেরিয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। এই তালিকায় পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও রয়েছে এমনকি শিশুরাও নিস্তার পায়নি এর থেকে। এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য উদ্বিগ্ন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। শনিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লেখেন, ইউরোপে আটকে পড়া নাগরিকদের ফেরানোর জন্য বিমান পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এত উদাসীন কেন। প্রিয়াঙ্কার কথায় এই সকল শ্রমিকদের জন্য যান বাহনের ব্যবস্থা করাটা উচিত ছিল। কারণ এই সকল শ্রমিক দিল্লি থেকে পায়ে হেঁটে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের দিকে রওনা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে প্রিয়াঙ্কা দাবি তোলেন যে সংকটের এই সময়ে প্রশাসনের নৈতিক কর্তব্য সহনাগরিকদের পাশে গিয়ে দাড়ানো। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের উচিত নিজেদের ক্ষমতাবলে এই সকল শ্রমিকদের উদ্ধার করা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পরিযায়ী শ্রমিকেরা জানিয়েছেন যে বাড়িওয়ালা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কোনও রকম খাবার ও জল ছাড়া তাদের কয়েক শো কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হয়েছে।

## সঙ্কতের মুহূর্তে ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা রতন টাটার

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.) : মানবজাতির সঙ্কতের মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এল টাটা গোষ্ঠী।মারণ করোনাভাইরাস কোভিড-১৯ —এর মোকাবিলায় ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রতন টাটা। শনিবার টুইটারে নিজেই এই ঘোষণা করেন রতন টাটা। আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায় এই টাকা খরচ করা হবে।

এদিন টুইটারে তিনি লেখেন, "মানবজাতি হিসাবে এই মুহূর্তে কোভিড-১৯ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সঙ্কট। দেশের প্রয়োজনে টাটা ট্রাস্ট এবং টাটা গ্রুপ অব কোম্পানিজ আগেও এগিয়ে এসেছে। তবে এই মুহূর্তে প্রয়োজনটা অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।" টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসাবে নিজের স্বাক্ষর করা একটি লিখিত বিবৃতিও প্রকাশ করেন রতন টাটা। তাতে বলা হয়, মোট পাঁচটি খাতে এই ৫০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে, যে গুলি হল ১) সামনে থেকে আক্রান্তদের সেবা করছেন যে স্বাস্থ্যকর্মীরা, তাঁদের নিরাপত্তার সরঞ্জাম কিনতে, ২) আক্রান্তের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁদের শ্বাসযন্ত্র পরীক্ষার সরঞ্জাম কিনতে, ৩) আরও বেশি করে ডাক্তারি পরীক্ষার সরঞ্জাম কিনতে, ৪) আক্রান্তদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়তে এবং ৫) এই ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে।

নোভেল করোনার প্রকোপ রুখতে যে সমস্ত মানুষ নিজের জীবন বাজি রেখে লড়ছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন রতন টাটা।

## চিনে কোভিড-১৯-এ মৃত্যু বেড়ে ৩,২৯৫, নতুন সংক্রমিত মাত্র ৫৪ জন

বেজিং, ২৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমছে চিনে। মৃতের সংখ্যা কমছে, আক্রান্তের সংখ্যাও মৃদু। তবে, এখনই স্বস্তি পাচ্ছে না চিন। অল্প হলেও, মৃত্যু ও সংক্রমণ থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪ জন (৫৪ জনই ইম্পোর্টেড)। মারণ ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হুবেই প্রদেশেই ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৯৫-এ পৌঁছে গেল। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে করোনার জেরে মৃতের সংখ্যা ৩,২৯৫। শনিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৫৪ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৯৫-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,৩৯৪। স্বস্তির বিষয় হল, চিনে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন কমপক্ষে ৭৫,০০০ জন।

## হু হু করে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৫৪৪

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ (হি.স.): পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হচ্ছে আমেরিকায়। মার্কিন মুলুকে রীতিমতো তাণ্ডব দেখাচ্ছে কোভিড-১৯। মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৫৪৪ জনের। আক্রান্তের সংখ্যা ১০১,৭০৭-এ গিয়ে ঠেকেছে।

গুরু বিশেষ পাত্তা দেয়নি আমেরিকা। এখন সেই ফলই ভুগতে হচ্ছে। আমেরিকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও সংক্রমণ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার রাত পর্যন্ত আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ১০১,৭০৭-এ। মৃত্যু হয়েছে ১,৫৪৪ জনের। সংক্রমণের নিরিখে চিন ও ইতালিকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে আমেরিকা।

## করোনা থেকে মুক্তি পেতে গান গেয়ে প্রার্থনা করলেন তারকা ক্রিকেতার ডোয়েন ব্রাভো

জামাইকা, ২৮ মার্চ (হি.স.) : করোনা থেকে মুক্তি পেতে এবার গানে গানে প্রার্থনা করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্রাভো। নিজের ইন্সটাগ্রাম পোস্টে গানটি আপলোড করে ব্রাভো লিখেন, 'এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় সবার জন্য আমার প্রার্থনা।

করোনা ভাইরাস আতঙ্কে দিন কাটছে বিশ্ববাসীর। এশিয়া, ইউরোপ থেকে শুরু করে প্রতিটি মহাদেশের প্রায় সবকটি দেশেই ছড়িয়েছে পড়েছে প্রাণঘাতী কোভিড-১৯। এই পরিস্থিতিতে করোনা থেকে মুক্তি পেতে গান গেয়ে প্রার্থনা করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্রাভো। করোনা ভাইরাস নিয়ে ব্রাভো গাইলেন 'উই নট গিভিং আপ'। যার অর্থ দাঁড়ায় আমরা হাল ছাড়ছি না। আর গান শুরু করেন, ইটস অ্যা ব্যাড সিচুয়েশন, ইটস অ্যা স্যাড সিচুয়েশন। এছাড়া গানের লাইন শেষ করেন, উই ওয়ান্ট দিস ম্যাডনেস স্টপ-দিয়ে।

নিজের ইন্সটাগ্রাম পোস্টে গানটি আপলোড করে ব্রাভো লিখেন, 'এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় সবার জন্য আমার প্রার্থনা। চলুন সবাই একসঙ্গে লড়াই করি। এই প্রাদুর্ভাবের সময় এটি একটি ইতিবাচক গান।'বারবার হাত ধোয়া থেকে শুরু করে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলি কণ্ঠে তুলে এনেছেন সুর ও ছন্দে।

ব্রাভো তার গানে ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নিজদেশের দ্বীপ গায়ানা, জ্যামাইকা থেকে শুরু করে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও নেপালের জন্য প্রার্থনা করেন।

## করোনা পরিস্থিতিতে শিবরাজকে চিঠি কমল নাথের

ভোপা ল, ২৮ মার্চ (হি. স.) : অনাবৃষ্টি, তার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের হানা সব মিলিয়ে জেরবার মধ্য প্রদেশের কৃষকেরা। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কে চিঠি লিখলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ। চিঠিতে কমল নাথ লিখেছেন, অনাবৃষ্টি ও তার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের জেরে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন কৃষকেরা। এমন পরিস্থিতির থেকে কৃষকদের উদ্ধার করার জন্য পদক্ষেপ ঘোষণা করা উচিত প্রশাসনের। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকদের তিন মাসের আগাম রেশন একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া উচিত। চিঠিতে কমল নাথ আশাপ্রকাশ করেন এই সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই করবে রাজ্য প্রশাসন। উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা ভাই রাসে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩। করোনা মোকাবিলায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

## গৃহবন্দি অক্ষম-বৃদ্ধদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেবে পুরসভা

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি স): দেশ জুড়ে লক ডাউনের জেরে গৃহবন্দি হয়েছেন শহরবাসী। প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে ও বের হতে পারছেন না তারা। এমনকি বহু জায়গায় জরুরী ওষুধের আকাল বলেও অভিযোগ আছে ভুরি ভুরি। এই অবস্থায় অক্ষম মানুষ থেকে শুরু করে শহরের বয়স্কদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুরসভা। শনিবার এমনটা জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন মেয়র জানান, এই জরুরিকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই শহর কলকাতা জুড়ে পুরসভার অন্তর্গত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে মোতায়েন রাখা হচ্ছে পর্যাপ্ত কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মী ও মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্টদের। মেয়র আরও জানান, যাতে ওষুধের প্রয়োজনে মানুষ লকডাউন ভেঙে রাস্তায় না বের হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে পুরসভায়।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নদীয়ার করোনা আক্রান্তদের এলাকায় অত্যাধুনিক জীবানুনাশক স্প্রে মেশিন যুক্ত গাড়ি পাঠাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। রবিবার সকাল থেকেই তেহট্টতে বিডিও-র উপস্থিতিতে সমগ্র এলাকাটিকে জীবাণুমুক্ত করার কাজ চলবে। একই সঙ্গে আগামী সোমবার থেকে শহরতলি ও গ্রামের জনজীবন যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রথম ধাপ হিসেবে পোস্তা বাজারকে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও এদিন জানান মেয়র। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শহর, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে হোলসেলার, ডিলারদের পাশাপাশি বড়োসড়ো দোকানি ও ছোটখাটো বেশ কিছু দোকানদাররা একসাথে মিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে আসতে চাইলে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন থেকে তাদের নির্দিষ্ট পাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।এই পাস নিয়ে ছোটখাটো ট্রাক বা সাপ্লাইয়ের গাড়ি নিয়ে তারা শহর কলকাতার পোস্তা বা জেলা সদর উপজেলার হোলসেল মার্কেট থেকে এই খাদ্যদ্রব্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে যেতে পারবেন'।

## করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক জগৎ প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি. স.): করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চার রাজ্যের দলীয় সভাপতিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং - এর মাধ্যমে বৈঠক করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এছাড়াও শনিবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওই চার রাজ্যের দলের সংগঠনিক পদে থাকা নেতা কর্মীরা। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটকের দলীয় রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন জগৎ প্রকাশ।

বৈঠকে দলের এক কোটি কর্মীদের কাছে দেশের গরিব পাঁচ কোটি জনগণের কাছে খাবার ও ত্রাণ পৌঁছিয়ে দেওয়ার আহ্বান করেন তিনি। পাশাপাশি করোনা রোধে কেন্দ্র ও বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলোর উদ্যোগের কথা সাধারন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। কেন্দ্র যে ৪০ হাজার ভেন্টিলেশন যন্ত্র কিনতে চলেছে সেই কথাও বৈঠকে উঠে আসে পাশাপশি বৃদ্ধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ১৪ হাজার কোটি টাকা যে ধার্য করা হয়েছে তাও বলেন তিনি।

## কোরোনা আতঙ্কের মধ্যে রেডিও ভূমিকা উল্লেখ জনক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি. স.): করোনা ভাইরাসে ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। গোটা দেশের জনগণের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। যার জেরে মানসিক চাপ বাড়ছে সাধারণ এর মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে রেডিওর সবসময় স্বস্তি দিতে রেডিওর ভূমিকা উল্লেখ জনক বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শহরের রেডিও সঞ্চালক আরজে-দের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরজে- দের ভূমিকার কথা প্রশংসা করেন তিনি। পরে নিজের টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, জনমানসে ইতিবাচক পরিস্থিতি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।উৎকণ্ঠার অবসান হওয়া দরকার। সেই ক্ষেত্রে রেডিও কার্যকারি ভূমিকা পালন করবে। একটা বড়ো ধরণের ব্যবধান তৈরি করবে রেডিও। রেডিও বিস্তৃতির বিশাল হওয়ায় এর কার্যকারিতাও প্রচুর। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

## ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন মণিপুরের করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক-তরুণী

ইমফল (মণিপুর), ২৮ মার্চ (হি.স.) : চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন মণিপুরের ২৩ বছর বয়সি করোনা-আক্রান্ত মেডিক্যাল-গবেষক তরুণী। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই তরুণীর শরীরেই প্রথম করোনা ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছিল। তিনি বর্তমানে স্থানীয় দ্যা জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (জেএনআইএমএস) - এর আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এল জয়ন্তকুমার এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, মণিপুরে প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর চাউর হতে গোটা রাজ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে অসম-সহ পার্শবর্তী রাজ্যগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়। মণিপুরে করোনা মোকাবিলায় হাজার মানুষের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়ন্তকুমার।

প্রসঙ্গত, গত ২১ মার্চ পশ্চিম ইমফল জেলার বাসিন্দা যুবতীটি রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি ক্যানসারের ওপর গবেষণা করছিলেন লন্ডনের ব্রিসল ইউনিভার্সিটিতে। তিনি একজন মেডিক্যাল-গবেষক। কয়েকদিন ধরে তিনি জ্বরের উপসর্গে ভুগছিলেন। কিন্তু প্যারাসেটামল খেয়ে বিপত্তি নিজেই বাড়িয়েছিলেন। জ্বর নিয়েই আটলান্টা-ফেরত ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন এশিয়ার আই-৫০১ নম্বরের বিমানে রাজ্যে ফিরেছেন তিনি।

মিজোরামে আরও একজন করোনায় আক্রান্ত রোগী ধরা পড়েছিলেন। তিনি ৫০ বছর বয়সের একজন যাজক। গত ১৬ মার্চ তিনি পরিবারের সঙ্গে হল্যান্ডের আমস্টারডাম থেকে স্বরাজ্যে ফিরেছিলেন। ২২ মার্চ করোনার উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে। তাঁর লালারসের নমুনা গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষা করা হলে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বর্তমানে তাঁকে আইজলে অবস্থিত জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা চলছে। তার পরিবারের প্রত্যেককেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

## আতঙ্কিত না হয়ে নিরাপদে থাকুন, বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের বার্তা রীভা গাঙ্গুলির

ঢাকা, ২৮ মার্চ (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে দেশের নাগরিকদের আকস্মিত হতে মানা করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলি দাশ। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আকস্মিত হবেন না করোনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকমিশনের কন্টোল রুমও ২৪ ঘন্টা খোলা রয়েছে।

সারা বিশ্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতেও এই সংখ্যা শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত ৮৭৩-এ গিয়ে ঠেকেছে। এই অবস্থায় এদিন এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলি দাশ, বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। ভারত সরকারও এই বিষয়ে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখছি। করোনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকমিশনের কন্টোল রুমও ২৪ ঘন্টা খোলা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকারও করোনা নিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলো খোলা রয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা একটি কঠিন সময় পার করছি। এই কঠিন বাস্তবতা নিশ্চয় আপনারাও অনুধাবন করতে পারছেন। সামাজিক গণমাধ্যমেও বিভিন্ন খবর বের হয়ে থাকে। তবে আপনারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সচেতন আছেন। আপনারা আতঙ্কিত হবেন না। নিরাপদে থাকুন।

## লকডাউন : ভবঘুরেদের আহার বিলি করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ মার্চ (হি.স.) : কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের মতো মারন সংক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা। সে জন্য দেশবাসীকে লকডাউনের মাধ্যমে গৃহবন্দি হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাতেগোনা কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া, প্রায় সব জায়গার সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলার জনসাধারণ লকডাউন নিয়মবিধা পালন করে চলছেন। এই বিপর্যয়কালে করিমগঞ্জ শহরে বহু মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরেদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব।

মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরেদের সঠিক ভাবে আহার জুটছে না ইদানীং। অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। এঁদের আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব। গত চারদিন ধরে ক্লাবের সদস্যরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরে এমন দশজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে এ ধরনের লোককে খুঁজে বের করে আহার তুলে দেন তাঁদের হাতে। এই বিপদের সময় হাতে খাবার পেয়ে খুশি মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরেরা।

করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি গৌরীশ নন্দি জানান, করোনা ভাইরাস থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে সরকার লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মারণব্যাধি থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে সরকারের এমন পদক্ষেপ নেওয়া একান্তই দরকার ছিল। কিন্তু শহরে ঘুরে বাড়ানো মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভবঘুরেরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের ভাগ্যে খাবার জুটছে না। অন্যান্য স্বাভাবিক দিনে কোনও না-কোনও কেউ হোটেল থেকে খাবার তাদের দিয়ে সাহায্য করতেন। কিন্তু এই সময় সব খাবারের দোকান বন্ধ থাকায় তাদের মুখে আহার জুটছে না। তাই ক্লাবের সকল সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লকডাউনের একুশ দিন পর্যন্ত এই সব লোকদের আহারের ব্যবস্থা করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে করা হবে। এদের মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন তারা এবং এতে হর্ষোল্লসিত তাঁরা।

করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সদস্য অসীম দেব, রাহুল চক্রবর্তী, সৈয়দ মুজিব আহমেদ, অরূপ দে, সাজন দেব, করুণা দেব, রাহুল পাল, সুজিত দাস প্রমুখ প্রতিদিন নিজ হাতে এঁদের মধ্যে খাবার বিতরণ করছেন।

## সাব-স্টেশনে নিরাপত্তা নিয়ে মুখে কুলুপ সিইএসসি-র

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি. স.): সিইএসসি-র সাব-স্টেশনে ফের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চিন্তিত দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার আবাসিকরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় পাটুলিতে ওই সাব-স্টেশনে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দীর্ঘ সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। কেউ হতাহত না হলেও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাব-স্টেশনটি। এই ঘটনার জেরে পাটুলি, বাঘা যতীনের বেশ কিছু এলাকা, গড়িয়া এবং নিউ গড়িয়ার বেশ কিছু অঞ্চল অন্ধকারে ডুবে থাকে দীর্ঘক্ষণ। রাত ৯টা নাগাদ বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ ফিরে আসে। লকডাউনে এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের আবাসিক রাস্তায় নেমে আসেন। টহলদারি পুলিশ অন্ধকার এলাকায় মাইকে প্রচার চালিয়ে বেড়িয়ে পড়া মানুষদের ঘরে ঢুকে পড়ার আবেদন জানাতে থাকেন। সংবাদ পেয়েই দমকল এবং পুলিশ আধিকারীকদের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মেয়র পারিষদ মলয় মজুমদার, দুই বোরোর চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত ও তারকেশ্বর চক্রবর্তী প্রমুখ। ১০১, ১০৯, ১১০ নং ওয়ার্ড সহ বিস্তীর্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গোটা পাটুলি, যাদবপুর, বাঘাযতীন, গড়িয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন থাকে। সরকারি সংস্থার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানান, আমি যে এলাকায় থাকি, সেখানকার ফিডারের অবস্থা সব থেকে খারাপ ছিল। বিকেল ৪.১৫ থেকে রাত ১০.৪৫ এই সংযোগ ছিল না। বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দার প্রশ্ন জাগে সাব স্টেশনে মসৃণ পরিষেবার পর্যাপ্ত মেরামতি হয়েছে কিনা। বা, এর জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষণের কাজ করলে কবে করা হতে পারে। কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার এই প্রতিবেদককে জানান, "কাল আমি নানাভাবে এলাকার বাসিন্দাদের শান্ত ও সংযত থাকার আবেদন করেছিলাম। ওঁদের ধন্যবাদ। আমরা সিইএসসি-কে ওই সাবস্টেশনের সতর্কতার সব ব্যবস্থা নিতে বলেছি।" সাবস্টেশনের পরিষেবা ও নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্য শনিবার সিইএসসি কী কাজ করছে? সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ ঘোষের কাছে শনিবার হোয়াটসঅ্যাপে এ কথা জানতে চাইলে তিনি জবাবে সংস্থার জনসংযোগ বিভাগের জয়নীল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এর প্রতিবেদক জয়নীলবাবুর নম্বর সংগ্রহ করে এই প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে মনিশঙ্করবাবুর মুখোপাধ্যায়ের কাছে খোঁজ নিতে বলেন। মনিশঙ্করবাবুর কাছে ওই প্রশ্ন রেখে এবং আবার জয়নীলবাবুকে হোয়াটসঅ্যাপ করেও সিইএসসি-র বক্তব্য জানা যায়নি।

## ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত বেড়ে ৮৭৩, সুস্থ হয়েছেন ৭৯ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭৩-এ গিয়ে ঠেকেছে। সুস্থ হয়েছেন ৭৯ জন, মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৯ জনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুজরাটে ৩ জনের, কর্ণাটকে দু'জন ও মধ্যপ্রদেশে দু'জন, বিহার, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন।

সর্বাধিক আক্রান্ত মহারাষ্ট্রে, তারপরই কেরল। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮০, কেরলে ১৭৩, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৫৫ জন, দিল্লিতে ৩৯ জন, হরিয়ানায় ৩৩, পঞ্জাবে ৩৮ জন, লাদাখে ১৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৩৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩০ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৪ জন সংক্রমিত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৬ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩০ জন, মণিপুরে একজন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৩ জন, পুদুচেরিতে একজন, রাজস্থানে ৪৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন সংক্রমিত।

## কোভিড-১৯ : আরও ৬ জন আক্রান্ত, মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ১৫৯

মুম্বই, ২৮ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৬ জন। নতুন করে ৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৯-এ পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত ৬ জনের মধ্যে ৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন মুম্বইয়ে এবং অপরজন নাগপুরে। শনিবার সকালে মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৫৯ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। মুম্বইয়ে নতুন করে ৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন এবং নাগপুরে একজন।

# বৃষ্টির জেরে হিমাচল প্রদেশের কিন্নরে ভূমিধস, মৃত্যু দু''জনের

কিন্নর (হিমাচল প্রদেশ), ২৮ মার্চ (হি.স.): প্রবল বর্ষণের জেরে ভূমিধস, পাহাড় থেকে বড়বড় পাথর গড়িয়ে এসে, সেই পাথরের আঘাতে প্রাণ হারালেন দু'জন। এছাড়াও আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম হল-হরিয়ানার বাসিন্দা বিজেন্দ্র কুমার এবং কিন্নরের বাসিন্দা সঞ্জয় নেগি। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্কিব্বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে কিন্নরের থোপান গরম পানি এলাকায় অস্থায়ী ছাউনিতে ঘুমিয়ে ছিলেন ৩ জন। রাত একটা নাগাদ সিংলা কোম্পানির অস্থায়ী ছাউনিতে, ভূমিধসের জেরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে বিশালাকার পাথর। পাথরের আঘাতেই দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। অস্থায়ী ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

# করোনায় মৃত্যু হল রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্সেস মারিয়া টেরেসার

লন্ডন, ২৮ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারালেন ফরাসি বংশোদ্ভূত বোরবন ফার্মা রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্সেস মারিয়া টেরেসা (৮৬)। এই প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোনও রাজপরিবারে সদস্যের মৃত্যু হল।

শুক্রবার তার ভাই প্রিন্স সিক্সটাস হেনরি দিদি তথা রাজকুমারী টেরেসার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। ব্রিটেনের যুবরাজ চার্লস, প্রিন্স অ্যালবার্ট অফ মোনাকো সহ বেশ কয়েকজন রাজ পরিবারের সদস্য মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

১৯৩৩ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন প্রিন্সেস মারিয়া। তাঁর বাবা ছিলেন প্রিন্স জাভিয়ার এবং মা ম্যাডেলিন ডি বোরবন। বর্তমানে তিনি স্পেনের হাউস অব বোরবনের কারেন্ট ডিন্যাস্টি ক্যাডেট শাখার সদস্য ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে চিরকুমারী মারিয়া জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে। গত কয়েকদিন ধরেই কার্যত করোনাভাইরাসের করাল থাবায় মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছে ইউরোপের অন্যতম দেশ স্পেন। প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা।

# করোনা পরিস্থিতিতে শিবরাজকে চিঠি কমল নাথের

ভোপা ল, ২৮ মার্চ (হি. স.) : অনাবৃষ্টি, তার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের হানা সব মিলিয়ে জেরবার মধ্য প্রদেশের কৃষকেরা। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কে চিঠি লিখলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ।

চিঠিতে কমল নাথ লিখেছেন, অনাবৃষ্টি ও তার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের জেরে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন কৃষকেরা। এমন পরিস্থিতির থেকে কৃষকদের উদ্ধার করার জন্য পদক্ষেপ ঘোষণা করা উচিত প্রশাসনের। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকদের তিন মাসের আগাম রেশন একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া উচিত। চিঠিতে কমল নাথ আশাপ্রকাশ করেন এই সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই করবে রাজ্য প্রশাসন। উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা ভাই রাসে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩। করোনা মোকাবিলায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দশিকা দেওয়া হয়েছে।

# দান মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে

**ছয়ের পাতায় পর**

সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে সেই স্থানে মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি। করোনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে একটি ৭ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের নির্দেশ প্রদেশ নেতৃত্ব হয়ে দলীয় কার্যকর্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দেন তিনি। এদিন তার বাসভবনে গিয়ে ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল এসোসিয়েশন এবং স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের জন্য অর্থ রাশি প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# ভারতের সাড়া

● **প্রথম পাতার পর**

ইরান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানি থেকে আসা যাত্রীদের ভারতে পৌঁছানোর থেকে ১৪ দিন হোম কোয়ারান্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক করা হল।

১১ মার্চ- ভারতীয় সহ যে সব পর্যটকরা ১৫ ফেব্রুয়ারীর পর চীন, ইটালি, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানি থেকে দেশে এসেছেন তাঁদের সকলের ন্যূনতম ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।১৬,১৭, ১৯ মার্চ — সুসংহত পরামর্শঃ ১৬ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার, ওমান, কুয়েতে যারা গেছেন, তাঁদের জন্যও চোদ্দ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারান্টাইন চালু হল। এছাড়া ইউরোপিয় ইউনিয়ন, ইউরোপিয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, তুরস্ক ও বৃটেন থেকে ভারতে আসা নিষিদ্ধ করা হল। ১৭ মার্চ আফগানিস্তান, ফিলিপাইন্স, মালয়েশিয়া থেকে যাত্রীদের আসা নিষিদ্ধ করা হল। ১৯ মার্চ । ২২ মার্চ থেকে সব আন্তর্জাতিক বিমানের ভারতে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ২৫ মার্চ সব আন্তর্জাতিক উড়ানের ভারতে আসা ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হল। বিশ্ব জুড়ে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ফলে ভ্রমণ সংক্রান্ত নির্দেশিকার পরিবর্তনই খালি করা হয় নি, দেশের সমস্ত বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা পরীক্ষার পর , তার উপর ভিত্তি করে যাত্রীদের কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হবে নাকি হাসপাতালে ভর্তি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোন সমস্যা দেখা যায় নি, তাঁদের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠান হয়, যাতে তাঁদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নজরদারীতে নির্ধারিত দিন রাখা হয়।

৩০টি বিমানবন্দরে, ১২টি বড় ও ৬৫টি ছোট বন্দর এবং স্থলসীমান্তে যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয়েছে। ৩৬লক্ষ যাত্রীর পরীক্ষা হয়েছে। উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের কোন পরীক্ষা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এরকম খবর ভিত্তিহীন। জনস্বাস্থ্য সংকটের শুরু থেকেই সরকার সুসংহতভাবে পরীক্ষা করে কোয়ারান্টাইনের ব্যবস্থা করেছে। ব্যবসা বা নিছক পর্যটনের ফলে বিদেশ থেকে আসা ভারতীয়, বিদেশে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রছাত্রী এবং বিদেশী সকলের জন্যই একই ব্যবস্থা ছিল।রাজ্য সরকারগুলিকেও নিয়মিত নজরদারী চালাতে বলা হয়েছে, যাতে কোন ত্রুটি না থাকে। রাজ্যগুলি সদাসতর্ক থাকায় কেউ কোয়ারান্টাইনের বাইরে গেলে বা নজরদারী এড়াতে চাইলে তাঁকে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে।

রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব ২০টি এবং ক্যাবিনেট সচিব রাজ্যগুলির মুখ্য সচিবদের সঙ্গে ৬টি ভিডিও কনফারেন্স করেছে। যেখানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া সুসং হত ব্যধী নজরদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সের বৈঠকগুলিতে বিদেশ থেকে আসা লোকদের উপর নজরদারীর বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

# সরকারের

● **প্রথম পাতার পর**

এবং তেলেঙ্গানায় কর্মরত ত্রিপুরার নাগরিক অনেকেই আটকে পড়েছেন। তাঁদের সাথেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাছাড়া, দেশের অন্যান্য প্রান্তে অবস্থানরত ত্রিপুরার নাগরিকরাও সমস্যায় পড়ে যোগাযোগ করছেন। তাঁদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সেই মতো ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জন ত্রিপুরা সরকারের সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য চেয়েছেন। তাঁদের সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে। তবে ওই সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে।

প্রসঙ্গত, গতকাল ত্রিপুরা সরকার পরিবহণ সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটি বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত ত্রিপুরার নাগরিকদের নানা সমস্যা সমাধানে সমস্ত পদক্ষেপ নেবে। আজ মুখ্যমন্ত্রীও সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেদন জানিয়েছেন, যে কোনও সমস্যায় সরকারের সাথে যোগাযোগ করুন। সব ধরনের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার।

# চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

সামনে থেকে জওয়ানদের রাখা বাইকের সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। ফলে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। কিন্তু কেন জওয়ানদের ৯ টি বাইকের সামনের চাকায় থাবা বসাল চোরের দল তা নিয়ে জওয়ানদের মনে উঠেছে প্রশ্ন। যদিও পরবর্তী সময় চাকাগুলি উদ্ধার হয়। কিন্তু কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এই নিয়ে জওয়ানদের মনে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য।

# বাধা

● **প্রথম পাতার পর**

এবং বলরাম ঠাকুর পাড়া হয়ে পরবর্তী প্রায় ১৪ টি গ্রামের মানুষ। হাওড়া নদীর উপর নির্মিত ব্রীজের উপর এই নাকা বসিয়ে প্রবেশের গতি পথ আটকে দেওয়া হয়েছে। সকলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে জানান গ্রামবাসীরা।

# লকডাউনের

● **প্রথম পাতার পর**

বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন। কারণ, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পুষ্টিকর খাবার খাওয়া খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে দুধের কোনও বিকল্প হয় না।

# রাজ্য

● **প্রথম পাতার পর**

সংক্রমণে চিকিৎসার জন্য আগাম প্রস্তুতি হিসেবেই আরও ভেন্টিলেটর চেয়েছে রাজ্য সরকার। এদিকে, স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপ দেববর্মা জানিয়েছেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে করোনা ভাইরাসের জন্য আইজিএম হাসপাতালে ৩০ বেডের একটি পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড শুরু করা হবে।

# খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া ভবঘুরেদের খাবার সরবরাহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ ।।** ' ঘরে থাকুন আপনারা, খাবার পৌঁছে দেবো আমরা ' - এই আহ্বানকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা পুলিশ প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে খোয়াই জেলা পুলিশ খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্থানে, যে সকল দোকান খোলার অনুমতি রয়েছে, সেই সকল দোকানের সামনে দাঁড়ি য়ে জিনিস ক্রয় করার জন্য এক মিটার অন্তর ফুটস্টেপ তৈরী করে দিয়েছে। তাছাড়া খোয়াই মহকুমার পঞ্চাশজন ব্যবসায়ীকে পাস দেওয়া হয়েছে। যাতে করে লগ ডাউন চলাকালীন খোয়াইয়ের মানুষের খাবার পেতে সমস্যা না হয়। এমনকি সাধারণ মানুষকে যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে না হয়। খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ড় কিরন কুমার কে জানান জেলার প্রতিটি মানুষের সচেতনতার জন্যই এই পদক্ষেপ। তাছাড়া প্রতিদিন খোয়াই জেলার - খোয়াই ও তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের এবং ভবঘুরেদের খাবার প্রদান করে যাচ্ছে খোয়াই জেলার পুলিশ।

# ক্রীড়াঙ্গন

# নেইমার টেকনিক্যালি মেসির চেয়ে ভালো: কার্ফু

**মুম্বাই ঃ** বছর তিনেক আগে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে পাড়ি জমানোর পর থেকে আশানুরূপ ভালো করতে পারেননি নেইমার। তবে তার সক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কাফুর। এমনকি টেকনিক্যালি নেইমারের ধারে কাছে বর্তমানে কেউ নেই বলে মনে করেন দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ব্রাজিলিয়ান এই ডিফেন্ডার।

পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর স্বপ্নে সেখানে পাড়ি জমিয়েছিলেন নেইমার। তবে সে আশা এখনও পূরণ হয়নি, যদিও চোটের কারণে ক্লাবটির হয়ে বিভিন্ন সময়ে খেলতে পারেননি নকআউট পর্বের ম্যাচ।

একই কারণে গত বছর দেশের কোপা আমেরিকা জয়ের মিশনেও ছিলেন দর্শক হয়ে। আকাশচুড়া স্বপ্ন নিয়ে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে গিয়ে শেষটা তার হয় চরম হতাশায়। তবে ১৯৯৪ ও ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ী কাফুর বিশ্বাস, বর্তমানে নেইমারের মতো এমন মেধাবী ফুটবলার দ্বিতীয়জন নেই। সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার মেসির বড় ভক্ত তিনি। তবু ফক্স স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেইমারকেই এগিয়ে রাখলেন ২০০২ সালে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দেওয়া সাবেক এই রাইট-ব্যাক।

''টেকনিক্যালি, নেইমার বিশ্বের সেরা ফুটবলার।''

''বর্তমানে, টেকনিক্যালি নেইমারকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এমনকি মেসিও না, যদিও আমি তার ভক্ত। তবে সে টেকনিক্যাল দিক দিয়ে তার (নেইমার) চেয়ে ভালো নয়।''

ক্লাবের মতো জাতীয় দলেও নেইমার সবচেয়ে বড় তারকা। তবে সেখানে তাকে দেখভাল করার মতো বা তাকে ভালো-খারাপ, উচিত-অনুচিত বোঝানোর মতো কেউ নেই বলে মনে করেন কাফু।

''বর্তমানে ব্রাজিল দলে আমি কোনো নেতা দেখছি না। এমন কাউকে দেখছি না যে নেইমারকে বলবে, 'এটা করো না' অথবা 'এটা করো'। কেউ নেই।''

''তারা এই দায়িত্ব তাকেই দিয়েছে, কিন্তু এটা তার বৈশিষ্ট্য না। এটা এমন নয় যা সে চায় না, তবে এটা তার বৈশিষ্ট্য না।''

''কখনও কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে তাকে কি দেখেছেন চিয়াগো সিলভা বা তিতেকে ধরতে এবং সেটার সমাধান করতে? না, কারণ এটা তার বৈশিষ্ট্য না।''

''আমি আবারও বলছি, বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সে আমাদের সবচেয়ে বড় আশাসে একটা নাম, সে অন্যদের জন্য জায়গা তৈরি করে দেয়, সে অসাধারণ সব গোল করে। তবে, আসলেই এমন একজন নেই যে তাকে আগলে রাখবে।''

# করোনাভাইরাস জোকোভিচের ১০ লাখ ইউরো অনুদান

**মুম্বাই ঃ** বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অনেক ক্রীড়াবিদ। সেই কাতারে এবার যোগ দিলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ। নিজের দেশ সার্বিয়াকে তিনি ও তার স্ত্রী মিলে ১০ লাখ ইউরো অনুদান দিয়েছেন।

১৭ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন, নোভাক জোকোভিচ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার জন্য।

তাদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি জরুরি অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও জানান তিনি। যে কেউ চাইলে সেখানে অনুদান দিতে পারবেন। সেখানে পাওয়া সব অর্থই ব্যয় করা হবে চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার কাজে।

# মেসির কাছাকাছি মেধা ইনিয়েস্তার: এনরিকে

**মুম্বাই ঃ** কোচিং ক্যারিয়ারে যাদের পেয়েছেন তাদের মধ্যে আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার মেধা লিওনেল মেসির সবচেয়ে কাছাকাছি বলে মনে করেন স্পেনের কোচ লুইস এনরিকে।

২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বার্সেলোনার দায়িত্বে থাকার সময় মেসি ও ইনিয়েস্তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এনরিকে। ছয়বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসি সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবে বিবেচিত। তার বিষয়ে এনরিকের মতও অভিন্ন। স্পেন জাতীয় দলের ফেইসবুক পেইজে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে বর্তমানে জাপানের ভিসেল কুবেতে খেলা ইনিয়েস্তা ও বার্সেলোনা অধিনায়ক মেসির ভূয়সী প্রশংসা করেন এনরিকে। ''আমার ক্যারিয়ারে যে ফুটবলার সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছেকোনো দ্বিধা ছাড়াই সে হলো মেসি।'' ''আমি বলতে পারি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার মেধা লিওনেল মেসির কাছাকাছি। তবে মেসি অন্যদের চেয়ে অনেক আলাদা।''

# 'রাসেল এখন আমাদের গেইল, আমাদের ব্রায়ান লারা'

**মুম্বাই ঃ**টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত খেলোয়াড়দের একজন আন্দ্রে রাসেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন অনেকবার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি দলে বিধ্বংসী এই ব্যাটসম্যানের গুরুত্ব বোঝাতে তাকে ক্রিস গেইল ও ব্রায়ান লারার সঙ্গে তুলনা করেছেন ডোয়াইন ব্রাভো। চোট কাটিয়ে কদিন আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন রাসেল। দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করায় রাখেন বড় অবদান। জেতেন সিরিজ সেরার পুরস্কার। প্রথম ম্যাচে ১৪ বলে ৩৫ ও পরেরটিতে ১৪ বলে ছয় ছক্কায় ৪০ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন রাসেল। ২০১৯ বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো খেলতে নেমে এই অলরাউন্ডার যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেন, তাতে মুগ্ধ ব্রাভো। ''সে বিশ্ব সেরা।

# 'আমরা হাল ছাড়ছি না', করোনাভাইরাস নিয়ে ব্রাভোর গান

**মুম্বাই ঃ**সময় এখন ভালো নয়, সময় এখন কষ্টের। করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে মুক্তির লড়াই করছে গোটা বিশ্ব। সেটিই গানে ফুটিয়ে তুলেছেন ডোয়াইন ব্রাভো। সুরে সুরে শুনিয়েছেন প্রেরণার বাণী, 'আমরা হাল ছাড়ছি না!'

'চ্যাম্পিয়ন' গান দিয়ে এর আগে তুমুল সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন ব্রাভো। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার এবার সময়ের ডাক তুলে ধরেছেন নতুন গানে। বিনোদনের খোরাক জোগানোর পাশাপাশি চেষ্টা করেছেন সবাইকে সচেতন করতে ও এই কঠিন সময়ে প্রেরণা জোগাতে।

নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে বৃহস্পতিবার এই গান প্রকাশ করেছেন ব্রাভো। গানের শিরোণাম, 'উই নট গিভিং আপ।' গানের শুরুর কথা, 'ইটস আ ব্যাড সিচুয়েশন, ইটস আ স্যাড সিচুয়েশন।'

গান প্রকাশের আগে একটি পোস্টে ব্রাভো জানিয়েছিলেন, ভক্তদের অনুরোধে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে একটি গান নিয়ে কাজ করছেন তিনি। পরে গানের ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, ''এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় সবার জন্য আমার প্রার্থনা। চলুন সবাই একসঙ্গে লড়াই করি। এই প্রাদুর্ভাবের সময় এটি একটি ইতিবাচক গান।''

গানের কথায় করোনাভাইরাসের কারণে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন ব্রাভো। বারবার হাত ধোয়া থেকে শুরু করে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলি কণ্ঠে তুলে এনেছেন সুর ও ছন্দে। কভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত দেশগুলোর জন্য প্রার্থনাও করেছেন ক্যারিবিয়ান এই ক্রিকেটার।

২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় করা ব্রাভোর 'চ্যাম্পিয়ন' গানটি দারুণজনপ্রিয় হয়েছিল। সেই আসরে শিরোপা জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর এই অলরাউন্ডারের 'এশিয়া' গানও বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

বিশ্বের ১৯৯টি দেশে ছড়িয়েছে করোনাভাইরাস। আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ, মৃত্যু সংখ্যা ২৫ হাজারের কাছাকাছি।

# জন্মভূমি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলতে চান পিট

**মুম্বাই ঃ**চোখে ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ২০২৩ আসরে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই জন্মভূমি ছেড়ে নতুন ঠিকানায় যাচ্ছেন ডেন পিট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে চান যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ হয়নি পিটের। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া এই অফ স্পিনার দেশের হয়ে খেলেছেন নয়টি টেস্ট। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাবেন ৩০ বছর বয়সী পিট। খেলতে চান আগামী গ্রীষ্মে দেশটিতে হতে যাওয়া ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক মাইনর লিগ টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার জন্য যে যোগ্যতা লাগবে তা পূরণ করে দেশটির হয়ে আইসিসি ইভেন্টে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা পিটের। ইএসপিএনক্রিকইনফোকে এমনটিই জানান তিনি। ''গত বছর যুক্তরাষ্ট্রকে ওয়ানডে স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে, তাই প্রশ্নটা (যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার ইচ্ছা) কোনোভাবেই অমূলক নয়।'' কেবল জাতীয় দলই ছাড়ছেন না পিট, ছাড়ছেন ফ্রাঞ্চাইজি দল কেপ কোবরাকেও, যে দলের হয়ে খেলেছেন এক দশক ধরে। ক্যারিয়ারজুড়ে পরিচিত আঙিনা ছেড়ে এক অজানার উদ্দ্যেশে পা বাড়াচ্ছেন তিনি। এর আগে কখনও যুক্তরাষ্ট্রে যাননি পিট। জানেন না সেখানে গিয়ে কোথায় উঠবেন।

''থাকার জন্য আমার পছন্দের তালিকায় থাকবে চারটি শহর- নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলস অথবা সিয়াটল, বাকিটা হবে সারপ্রাইজ।''

২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হওয়া পিট দেশের হয়ে সবশেষ খেলেন গত অক্টোবরে, রাচি টেস্টে ভারতের বিপক্ষে।

## দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৪৪, মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত ৯,৪৭৮

সিওল, ২৮ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বিভিন্ন দেশ। খানিকটা হলেও সাফল্য পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। অন্যান্য দেশের তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত ও সংক্রমণের সংখ্যা অনেকটাই কম। দক্ষিণ কোরিয়ায় সেভাবে থাবা বসাতেই পারেনি কোভিড-১৯। তবে, মৃত্যু-সংক্রমণ থামছেই না। দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৬ জন। আরও ৫ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১৪৪-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯ হাজার ৪৭৮।

শনিবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৮ মার্চ সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪৬ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৯,৪৭৮ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৫ জন, মৃতের সংখ্যা ১৪৪-তে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, গোটা বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯৫,০০০- রও বেশি। মৃত্যুর সংখ্যা অন্তত পক্ষে ২৭ হাজার ৩০০।

## করোনার মধ্যেই এনসেফেলাইটিস আতঙ্ক, মুজফরপুরে অসুস্থ শিশু

মুজফরপুর (বিহার), ২৮ মার্চ (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই এবার এনসেফেলাইটিস আতঙ্ক। ফের অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস) আতঙ্ক ফিরে এলে বিহারের মুজফরপুরে। মুজফ্ফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস) সন্দেহে ভর্তি করা হয়েছে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুকে। বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার রাতে।

শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রের খবর, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস) সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুকে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বিহারের মুজফরপুরে এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু হয়েছিল ১৪০টির বেশি শিশুর।

## তেলেঙ্গানায় লরি ও মিনি-ট্রাকের সংঘর্ষ মৃত্যু ৫ জনের

শামশাবাদ (তেলেঙ্গানা), ২৮ মার্চ (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য দেশজুড়ে লাগু করা হয়েছে লকডাউন। লকডাউনের জেরে বন্ধ কাজ, তাই মিনি-ট্রাকে চেপে তেলেঙ্গানা থেকে কর্ণাটকের রাইচুর জেলায় নিজ নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন কমপক্ষে ৩০ জন সড়ক নির্মাণ কর্মী ও শ্রমিক। পথেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শুক্রবার রাতে তেলেঙ্গানার শামশাবাদ থানার অন্তর্গত আউটার রোডে মিনি-ট্রাক এবং লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৬ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। শামশাবাদ গ্রামীণ থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর আর ভেঙ্কটেশ জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে শামশাবাদে লরি এবং মিনি-ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন এবং ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মিনি-ট্রাকে কমপক্ষে ৩০ জন ছিলেন, তাঁরা করোনাভাইরাস-লকডাউনের জন্য কর্ণাটকের রাইচুর যাচ্ছিলেন। সার্কেল ইন্সপেক্টর আরও জানিয়েছেন, মিনি-ট্রাকের যাত্রীরা পেশায় সড়ক নির্মাণ কর্মী ও শ্রমিক। তেলেঙ্গানার সূর্যপেট থেকে কর্ণাটকের রাইচুর জেলায় নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা।

কোভিড-১৯ নিয়ে দেশের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ওই পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত ছিলেন।

# অসম থেকে অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশের কঠোর নজরদারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** পার্শবর্তি রাজ্য আসাম থেকে কোন লোক যেন বর্তমানে রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য অভিনব কায়দায় বন্ধ করে দেওয়া হল সকল রাস্তা। তবে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ রাজ্যবাসীর আতঙ্কের বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাবি উঠেছে সিমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করার।বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে চলছে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। ভারতেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোন রোগী পাওয়া যায়নি। তাতে আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই। যেই কোন সময় রাজ্যেও থাবা বসাতে পারে করোনা ভাইরাস। প্রান্তিক এই পাহাড়ি রাজ্যের তিন দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। করোনা ভাইরাস বাংলাদেশেও প্রভাব বিস্তার করছে।

এই নিয়ে উদ্বিগ্ন ত্রিপুরাবাসি। বাংলাদেশ সিমান্তে তার কাটার বেড়া থাকলেও, ফ্রুচ-এর চোখে ধুলো দিয়ে প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে মানুষ ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। এই বিষয় নিয়েই বর্তমানে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন রাজ্যবাসি। কারন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে আসে তাহলে এই রাজ্যের হাল যে বেহাল হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সিমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন একমাস বর্ডার কারফিউ পালনের জন্য। কিন্তু অভিযোগ একাংশ স্বার্থান্বেষী মানুষ এখনো অর্থ লোভে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। অপরদিকে আসাম রাজ্যের সাথে সংযোগ রক্ষা কারি জাতীয় সড়ক ব্যতীত অন্যান্য বিকল্প সড়ক গুলি ইতিমধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে এক মাত্র পণ্যবাহী গাড়ি গুলিকে রাজ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ আসাম থেকে পায়ে হেঁটে মানুষ রাতের অন্ধকারে রাজ্যে প্রবেশ করছে। এইনিয়ে বেশকিছু দিন ধরে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে উত্তর জেলার মানুষ। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের নজরে আসে।তারপরই নড়ে চরে বসে কদমতলা থানার পুলিস সহ প্রশাসন। তাই এইবার আসাম থেকে কোন লোক যেন রাতের অন্ধকারে রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য যে সকল স্থান দিয়ে আসাম থেকে লোকজন রাজ্যে আসে সেই সকল স্থান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ঝোপ ঝার দিয়ে সম্ভাব্য সকল রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এই রাস্তা গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান মানুষের স্বার্থে এই রাস্তা গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান কেউ যেন বিনা কারনে রাস্তায় বের না হয়।কদমতলা থানার এই ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে রাজ্যবাসীর সবচেয়ে বড় আতঙ্কের বিষয় বাংলাদেশ সিমান্ত এলাকা। সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রী একমাস বর্ডার কারফিউ পালনের আহ্বান জানানোর পরও একাংশ স্বার্থান্বেষী লোক অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে মানুষকে রাজ্যে নিয়ে আসছে। এই বিষয়ে অবগত করা হচ্ছে না প্রশাসনকেও। বিশেষ করে সোনামুড়া সিমান্তের একটা অংশ, দক্ষিন জেলার বিলোনিয়া মহকুমার আমজত্বনগর সিমান্ত, দেবীপুর সিমান্ত, গোমতী জেলার করবুক সিমান্ত, ধলাই জেলার রইস্যাবাড়ি সিমান্ত, কৈলাসহরের একাংশ সিমান্ত এলাকা ও খোয়াই মহকুমার একাংশ সিমান্ত এলাকা দিয়ে এখনো বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেসের চেষ্টা চলছে বলে অসমর্থিত সুত্রের খবর। যদিও এই সকল সিমান্ত এলাকায় বি.এস.এফ প্রহরার কাজে রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সকল সিমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারির দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

# মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও সংগঠনের দান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** করোনা ভাইরাসের জেরে রাজ্যে অনেকটাই প্রভাব পড়েছে। কারফিউ ও লকডাউন চলছে। এই সময়ে আর্থিক সাহায্য নিয়ে অনেক এগিয়ে আসছে। যে যার সাধ্যমত আর্থিক সহায়তা করছে। শনিবার আমবাসা পুর পরিষদ এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে। তাদের নিজেদের উদ্যোগে আমাদের মহকুমার মহকুমা শাসক জে বি দোয়াতির হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দেয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এদিন চারজনের এক প্রতিনিধিদল এসে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে মহকুমা শাসকের হাতে এই আর্থিক সাহায্য তুলে দেয়।

করুনা ভাইরাসের জেরে রাজ্যে চলছে লকডাউন ও কারফিউ। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক সহায়তায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসলো আমবাসা প্রেসক্লাব। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আমবাসা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে ৫০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়। আমবাসা মহকুমা শাসক জে,বি, দোয়াতির হাতে আমবাসা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা এই আর্থিক সাহায্য তুলে দেয়। উপস্থিত ছিলেন আমবাসা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক পরাশর বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সাংসদ তহবিল থেকে রাজ্যের ৪ টি জেলায় অর্থ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। মোট ৫০ লক্ষ টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন তিনি। এইদিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের হাতে পশ্চিম জেলার জন্য বরাদ্দ সাংসদ তহবিলের অর্থ তুলে দেন তিনি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে এক কোটি টাকা জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে এক মাসের বেতন ভাতা এক লক্ষ টাকা তুলে দেন জেলা শাসক সন্দীপ মাহাত্মের হাতে। চেক মারফত এই অর্থ প্রদান করেন তিনি। সবাইকে এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। জনগণ নির্বাচিত করে রাজ্যের দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিয়েছেন। সেই দায়িত্ব প্রতিপালন করতেই তিনি বর্ধপরিকর বলে জানান। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ক্লাব এবং ব্যক্তিগত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে আর্থিক সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানান তিনি।

শনিবার খোয়াই পুর পরিষদের অন্তগর্ত খোয়াই মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বুথ এলাকায় প্রায় সাত শতাধিক পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। এই দিন চাল, ডাল , সব্জি সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দব্য প্রদান করা হয়। যাতে করে মানুষকে লক ডাউন ও কার্ফুতে কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় বলে জানান মণ্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার। তিনি বলেন এই ধরণের খাবার প্রদান করা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দেশ জুড়ে লক ডাউন লাগু রয়েছে। রাজ্যে লক ডাউনের পাশাপাশি লাগু রয়েছে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় খোলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এক মাসের বেতন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করেন। পাশাপাশি সকল মন্ত্রী ও বিধায়কদের প্রতি আহ্বান জানান তাদের এক মাসের বেতনের অর্ধেক টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করার জন্য। একই সাথে সকলের প্রতি আহ্বান জানান যে যার সাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। প্রায় প্রতিদিন বহু মানুষ তাদের সাধ্যমত অর্থ দান করছেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে। শনিবার একাধিক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করার লক্ষ্যে মন্ত্রী রতন লাল নাথের হাতে তুলে দেন চেক। মন্ত্রী রতন লাল নাথ এক সাক্ষাৎকারে জানান এইদিন মোহনপুর ওবিসি মণ্ডলের পক্ষ থেকে ২৩ হাজার টাকা দান করা হয়েছে।

এছাড়াও কৃপেশ দেব নামে এক ব্যক্তি ব্যবসায়ী ৫০ হাজার টাকা, সুব্রত ঘোষ ও শঙ্কর ঘোষ নামে দুই ব্যবসায়ী ৫০ হাজার টাকা, দীপঙ্কর বিশ্বাস নামে এক ব্যবসায়ী ৫০ হাজার টাকা, গৌতম রায় নামে এক ব্যবসায়ী ৫০ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করেছেন। তাদের প্রত্যেককে মন্ত্রী রতন লাল নাথ অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন যে যার ক্ষমতা মতো স্বেচ্ছায় দান করছে। দুর্যোগ মুহূর্তে তারা সরকারের সাথে এসে দাঁড়াচ্ছে। মন্ত্রী রতন লাল নাথ সকলের প্রতি আহ্বান জানান অযথা বাড়ি থেকে বের হবেন না। সবজী বিক্রেতারা গলি গলি সবজি নিয়ে যাবে। তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে যার বাড়ির সামনে থেকে সবজি ক্রয় করে নিন। তিনি আরও জানান মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে বহু মন্ত্রী বিধায়ক তাদের এক মাসের বেতনের অর্ধেকের বেশি টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করেছেন। কেউ কেউ এক মাসের বেতনের অধিক টাকা দান করেছেন। তিনি নিজের এক মাসের বেতনের অর্ধেকের বেশি টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করবেন বলেও জানান।

## কালোবাজারির বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান জারি শান্তিরবাজারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে কালোবাজারি করছে কিছু অসাধু ব্যাবসায়ী। সমগ্র বিশ্বজুরে চলছে করনা ভাইরাসের মহামারি। এই মহামারি থেকে রক্ষা পেতে সকলেই সচেতনতা অবলম্বন করছে। বিশেষ করে এই সময় সকলে মাস্ক ক্রয় করতে ব্যাস্ত। এরই সুযোগ বুঝে কালোবাজারি করতে ব্যস্ত শান্তিরবাজারের কিছু সংখ্যক ব্যাবসায়ী। এমনটাই চিত্র দেখা গেলো শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজারে।

শনিবার ছিল মনপাথর সাপ্তাহিক বাজার। এই বাজারকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক ব্যাবসায়ী মাস্ক নিয়ে বসে। এই ব্যাবসায়ীরা চেচিয়ে চেচিয়ে চড়া দামে বিক্রি করছে মাস্ক। এই নিয়ে একজন ক্রেতা একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। পরবর্তী সময় এই মাস্কের চড়া দাম সম্পর্কে বিক্রেতার নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান আগরতলা থেকে এই মাস্ক গুলি দ্বিগুন দামে ক্রয় করতে হয়। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া, জোলাইবাড়ী ও শান্তির বাজারের বিভিন্ন দোকানে এইভাবে প্রতিনিয়ত চড়া দামে মাস্ক বিক্রি করছে কিছু সংখ্যক দোকানদার এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে। ক্রেতারা এক প্রকার বাধ্য হয়ে চড়া দামে ক্রয় করতে হচ্ছে মাস্ক।

## লকডাউনের সুযোগে ধান চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** লক ডাউন চলছে রাজ্য জুড়ে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হচ্ছেনা কেউই। তবে কিছু কৃষক তাদের উৎপাদিত ধান জমি থেকে তুলে রাস্তার পাশে শুকাতে দিয়েছেন। দিনের বেলায় ছড়িয়ে দেওয়া এই ধান রৌদ্রের তাপে শুকাচ্ছে। রাতে এই সমস্ত ধান রাস্তার পাশে জড়ো করে রাখেন। কিন্তু অভিযোগ রাস্তার পাশে জড়ো করে রাখা ধানে ভাগ বসাচ্ছে চোরেরা।

নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তারা এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে এমনই এক চিত্র ধরা পড়ল চিন্তারাম কোবড়া পাড়া এলাকায়। হাওড়া নদীর উপর নির্মিত ব্রীজে শুকতে দেওয়া ধান চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল চোর। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে কিছু মানুষ দেখতে পায় ব্যাগে ধান ভরছে কিছু মানুষ। এরপর তারা পুলিশে খবর দেয়। তবে পুলিশ ঘটনা স্থলে যাওয়ার আগেই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় চোরেরা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

## চড়িলামে ডিডিটি স্প্রে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ মার্চ।।** শনিবার সকালে চড়িলামে শাসক দলের এবং আরএসএস এর যৌথ উদ্যোগে ডিডিটি ও কিটনাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। চড়িলাম নতুন বাজার, পুরাতন বাজার সহ আড়ালিয়া পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডে ডিডিটি এবং কিটনাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। শাসক দলের চড়িলাম মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি এবং আরএসএস এর চড়িস্তুলাম খন্ডের সভাপতি গোপাল কর্মকারেরে নেতৃত্বে এই অভিযান করা হয়েছে। এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এই অভিযান। তাছাড়া চড়িলাম বাজারে দেড় মিটার পর পর বিভিন্ন দোকানের সামনে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য একে দেওয়া হল বৃত্ত। প্রাক্তন গুল সভাপতি বলেন- গতদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে ফোন করে গ্রামাঞ্চল ও বাজার এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে ডিডিটি এবং ব্রিচিং পাওডার পাঠিয়ে দেন সাংসদ। তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এলাকার মানুষ এবং ব্যবসায়ী মহল। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মন্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মৃদুল দেবনাথ ও সন্দীপ দাস।

## উদয়পুরে জনগণকে সতর্ক করতে প্রচারে নামলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** করোনা আতঙ্কে দেশ জুড়ে লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যেও চলছে কার্ফু। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে কাউকে না বের হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। শনিবার সকালে কিছু ক্ষনের জন্য উদয় পুর সেন্ট্রাল রোড পরিদর্শনে বের হন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। সেখানে বাজার পরিদর্শন করে ব্যবসায়ীরা যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে তার আহ্বান জানান তিনি। পরে সেন্ট্রাল রোদের সমস্ত দোকান গুলি ঘুরে দেখেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের বিশেষ ভাবে সতর্ক করেন সামজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। একই সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে না বের হওয়ার বার্তা দেন তিনি। ভারতবর্ষ জন বহুল দেশ। কিন্তু এই মারন ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য যে ভাবে প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা নিয়েছেন তা নিঃ সন্দেহে প্রশংসার যোগ্য বলে জানান তিনি। সকলে মিলে এই কড়া ব্যবস্থা পনার মাধ্যমে করোনা যুদ্ধে জয়ী হবে ভারত বলে আসা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

## কমলপুরে শ্রমিকদের খাদ্য সামগ্রী প্রদান ব্যবসায়ীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** করোনা জন্য বন্ধ কাজ কর্ম। শ্রমিকরা ঘরে বসে দিন কাটাচ্ছে। এই সময় কমলপুর মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের রাম দুর্লভপুর গ্রামের ২০০ শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এগিয়ে এল কলাছড়ি গ্রামের মুরগী ব্যবসায়ী সুজিত দেব। ৫ কেজি করে চাল, ৫০০ মুশুরি ডাল ও একটি সাবান তুলে দেন শ্রমিকদের হাতে। মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের রাম দুর্লভপুর গ্রামের অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সামনে গ্রামের ২০০ জন শ্রমিক পরিবারের হাতে এই সামগ্রী তুলে দেন তিনি। নির্ধারিত দূরত্বে শ্রমিকদের দার করিয়ে এই সামগ্রী প্রদান করা হয়।

করোনা ভাইরাসের কারণে কাজ বন্ধ করে ঘর বন্দী বহু শ্রমিক। তাদের বর্তমানে কোন রোজগার নেই। তাদের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ বলে জানান ব্যবসায়ী সুজিত দেব।

## দন্ত চিকিৎসকদের দান মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮মার্চ।।** করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে হলে সব চাইতে বড় বিষয় হল গুজবে কান না দিয়ে সতর্ক থাকা। অবশ্যই সামজিক দূরত্ব বজায় রাখা। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সঠিক ভাবে মেনে চলা। প্রকৃত ভাবে এই নির্দেশ মেনে চললেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলে জয়ী হবে। শনিবার এই কথা বলেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। যে সমস্ত স্থানে

পাচের পাতায় দেখুন

## লুধিয়ানা সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাল বিচারাধীন ৪ জন বন্দি, সুরক্ষা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

লুধিয়ানা, ২৮ মার্চ (হি.স.): কারারক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে লুধিয়ানা সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাল বিচারাধীন ৪ জন বন্দি। শুক্রবার রাতে লুধিয়ানা সেন্ট্রাল জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়েছে ৪ জন বন্দি। পলাতক ৪ জন বন্দিকে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে লুধিয়ানা পুলিশ। ৪ জন বন্দি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার সকালে। জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া ওই ৪ জন বন্দি হল, যথাক্রমে- সামরালার বাসিন্দা রবি কুমার (২৪), লুধিয়ানা খেরি গ্রামের বাসিন্দা সুরজ কুমার, মাণ্ডি গোবিন্দগড়ের বাসিন্দা অমন কুমার (২৩) এবং সাঙ্গরুরের বাসিন্দা অর্শদীপ সিং।

পুলিশ কমিশনার রাকেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে অথবা শনিবার সকালে লুধিয়ানা জেল থেকে পালিয়েছে ৪ জন বন্দি। চুরির মামলায় বন্দি ছিল তারা। কারফিউর কারণে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না বন্দিরা। বন্দিদের পাকড়াও করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছেও সাহায্য চেয়েছে লুধিয়ানা পুলিশ। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ জেল সুপার রাজীব অরোরা। ৪ জন বন্দি একসঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় লুধিয়ানা সেন্ট্রাল জেলের সুরক্ষা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

## ডিমা হাসাওয়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরতদের বিনামূল্যে চাল

হাফলং (অসম), ২৮ মার্চ (হি.স.) : লকডাউনের জেরে ডিমা হাসাও জেলায় বসবাসরত দারিদ্র্যসীমার নীচের নাগরিকরা বেকায়দায় পড়েছেন। চারদিনের লকডাউনের কবলে পড়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত দিনমুজুর অনেকের ঘরে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অনেকের ঘরে চাল ডাল নেই। এই অবস্থায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত পরিবারবর্গকে বিনামূল্য রেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

এইমস এবং বিভিন্ন রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজের নোডাল অফিসারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কোভিড-১৯'র পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন। ছবি- পিআইবি।